ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 December, 2023 ■ আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংসদ হামলার ২২ বছর

লোকসভায় ভিজিটর গ্যালারি থেকে সদনে ঝাঁপ দুই ব্যক্তির, গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে গেল। 'তানাশাহি নেহি চলেগা' এই স্লোগান দিতে লোকসভার গ্যালারি থেকে লাফিয়ে পড়লেন দু'জন। বুধবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে 'জিরো আওয়ার'-এ হুলস্থুল ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই দু'জনকে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের জন্য গ্রেফতার করে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এক জন অমল শিন্ডে। তাঁর বাড়ি মহারাষ্ট্রে। অন্য জনের নাম নীলম সিং। তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা। দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন সাগর শর্মা নামে এক জন। তিনিই পুরো ঘটনায় 'নেতৃত্ব' দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ।

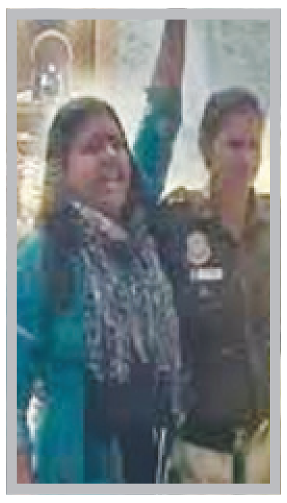

বুধবার দুপুরে সংসদে তখন মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বক্তৃতা করছিলেন। আচমকা দেখা যায়, দুই যুবক সভার মাঝে লাফিয়ে পড়েন। বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সাংসদেরাও আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। দুই যুবক তখন স্লোগান দিতে দিতে হলুদ রঙের গ্যাস ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে দুই যুবককে আটকান দু'জন সাংসদ। এক জন আরএলপি এবং আর এক জন বিএসপির সাংসদ।

এই ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম জানান, তিনি প্রাথমিক ভাবে ভেবেছিলেন দর্শক গ্যালারি থেকে কেউ পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি লাফ দেওয়ার পরে তিনি বুঝতে পারেন নিরাপত্তা লঙ্ঘন করে কেউ ঢুকে পড়েছে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, "দুই যুবক গ্যালারি থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁরা এমন কিছু একটা ছুড়েছিলেন যা থেকে গ্যাস নির্গত হচ্ছিল। আমাদের দুই সাংসদের হাতে ধরা পড়েন তাঁরা। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের বার করে নিয়ে যান।"

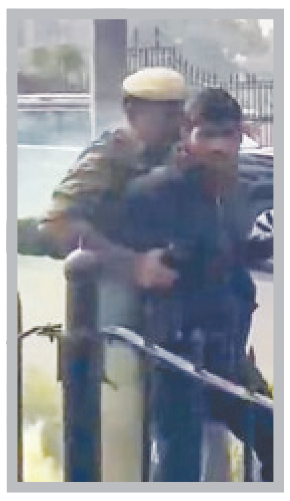

অধীর জানান, ওই ঘটনার জেরে দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করা হয়। তাঁর কথায়, "এটি অবশ্যই নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিষয়। কারণ, বুধবারই সাংসদরা ২০০১ সালে সংসদ হানায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছিলাম আমরা।" অন্য দিকে, পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে হলুদ ধোঁয়া নির্গত 'ক্যান' নিয়ে প্রতিবাদ করার সময় এক যুবক এবং এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে নীলমের বয়স ৪২ বছর। অমলের বয়স ২৫। তাঁদের দু'জনকে পরিবহণ ভবনের সামনে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত যে তথ্য মিলছে, তাতে জানা যাচ্ছে, ওই দুই ব্যক্তির সঙ্গে ছিল 'স্মোক গ্রেনেড'। বস্তুত, বুধবারই সংসদে হামলার ২২ বছর পূর্তি। ওই দিনই এই হামলার ফলে দুইয়ের মধ্যে কোনও যোগ আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সংসদ ভবনের ঘটনায় যে চার জনকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রা মথা দলের কাউন্সিলরের পদত্যাগ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধলাই জেলার আমবাসা পৌরসভার বাউলিয়াবস্তির তিন নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেবা কলই। বুধবার তিনি আমবাসা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী আধিকারিকদের কাছে তার পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য তিনি তিপ্রা মথা দলের সদস্য। তিনি পদত্যাগের কারণ হিসেবে জানিয়েছেন পারিবারিক সমস্যার কারনেই তিনি এই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিপ্রা মথা দলের কাউন্সিলর এর পদত্যাগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চাকুরীর নামে অর্থ আত্মসাৎ-এর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ফের চাকুরী দেবার নাম করে প্রতারনার ফাঁদে পড়লেন কর্মপ্রার্থীরা। আজ সকালে রাজধানীর মঠ চৌমুহনীস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে চাকুরীর ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হয় চাকুরী প্রার্থীদের। তারপরেই তাদের থেকে মোটা অংকের বিনিময়ে চাকুরীতে যোগদানের করার কথা বলা হয়। তাতেই সন্দেহ হয় চাকুরীপ্রত্যাশীদের। তারা জানিয়েছেন মোবাইলের মাধ্যমে তাদের আবেদন পত্র সংগ্রহ করে তাদের ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হয়। প্রথমে ১৪ই ডিসেম্বর গুর্খাবস্তিস্থিত অফিসে চাকুরীর জন্য ডাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরো দুই দিনের রিমান্ডে পূর্ণ মগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৩ ডিসেম্বর।। পুলিশ প্রশাসনের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে একাংশের পুলিশ কর্মী। তাতে মুখ পুড়ছে পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের। এ ধরনের চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশের পোশাক পড়ে কাঞ্চনপুর- জম্পুই সড়কে সুপারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও সুপারি লুঠ করার দায়ে গ্রেপ্তার কাঞ্চনপুর থানার এস আই পূর্ণ মগকে আরো দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড দিয়েছে আদালত।

বাকি অভিযুক্তদের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একদিনের পুলিশ রিমান্ডে শেষ হলে কাঞ্চনপুর মহকুমা সাব ডিভিশনাল জুডিলিয়াল ম্যাজেস্ট্রেটের আদালতে তোলা হয় অভিযুক্তদের। আসামির পক্ষের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেলাস্তরে মতবিনিময় সভায়

উন্নয়নের কাজে দপ্তরগুলিকে সমন্বয় রাখতে হবে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ বিকেলে কৈলাসহরের সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে ঊনকোটি

জেলার জেলাশাসক ও বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের পদস্থ আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে দপ্তরগুলিকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু কৈলাসহরে পৌঁছালে জেলাশাসক রাজীব দত্ত তাঁকে স্বাগত জানান। আরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

জেলাশাসক ও বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের পদস্থ আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি আধিকারিকদের বলেন আগামী ১৫ ফেবয়ারির মধ্যে প্রায় শেষ পর্যায়ে আসা প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে রাজ্যপাল বলেন, কেউ যদি বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেসব জনপদে রাস্তা, বিদ্যুৎ ও পানীয়জলের সংযোগ নেই সেখানে দ্রত এ সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্যপাল উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিকদের কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য রেড পাম ট্রি চাষে উৎসাহিত করার নির্দেশ দেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভীমরুলে আক্রান্ত পড়ুয়া, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৩ ডিসেম্বর।। হঠাৎ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপরে ভীমরুলের হামলা। ভীমরুলের কামড়ে কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী আহত হয়েছে। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অভিজিৎ সরকার বলেন, আজ সকালে একঝাঁক ভীমরুল উড়ে এসে পথচারী থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের উপর হামলা চালিয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী সহ পথচারী আহত হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছাড়িয়েছে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে দমকলবাহিনীকে। ঘটনাস্থলে দমকলকর্মীরা আসে আহতদের উদ্দার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কর্তব্যে গাফিলতি দেখে হতবাক মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। আচমকাই অফিস লেন স্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মন অতিশীশালায় পরিদশর্নে গিয়ে কর্মীদের কর্তব্যের চরম গাফিলতি দেখে ভীষণ অবাক হয়েছেন মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সরকারি অতিথিশালায় হানা দিয়ে মদের বোতল বের করলেন খোদ মন্ত্রী। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কর্মীদের অথিতিশালা পরিষ্কার করার সময় সীমা বেঁধে দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, অতিথিশালার ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতেই আজকের এই পরিদর্শন। কিন্তু দুভর্গেে বিষয় পরিদর্শনে এসে তিনি দেখতে পেয়েছেন অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে এই অথিতিশালা। ঘর থেকে শুরু করে শৌচালয় অপরিষ্কার অবস্থায় রয়েছে। কর্মীদের কর্তব্যের চরম গাফিলতি দেখে ভীষণ অবাক হয়েছেন মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী।

এদিন তিনি কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগত অতিথিদের সঠিক পরিষেবা প্রদান না করা হলে সরকারের তরফ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অথিতিশালা পরিষ্কার করার সময় সীমা বেঁধে দিয়েছেন তিনি।

লোসভা ভোটের লড়াইয়ে বামগ্রেসের জোট নিয়ে জট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে সিপিএম এককভাবে লড়াই করবে। সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের এই মন্তব্য একান্তই ব্যক্তিগত। বিজেপিকে সরাতে এধরনের মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

প্রসঙ্গত, গত ২২ নভেম্বর পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রয়াত বাসুদেব আচারিয়ার স্মরণসভায় গিয়ে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে সিপিএম এককভাবে লড়াই করবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলেন। তাঁর সাফ কথা ছিল, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে শত্রু- মিত্রের পরিচয় মিলেছে। তাই লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে লড়াইয়ে কোমড় শক্ত করতে হবে।

আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের এই মন্তব্য একান্ত ব্যক্তিগত, এটি দলের মন্তব্য নয়। বিজেপিকে সরাতে এধরনের মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক।

এদিকে, বিজেপি জোট সরকারের ছয় বছরের শাসনকালের ব্যর্থতাকে জনসম্মুখে তুলে ধরার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৬৮ ▫ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২৭ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সশস্ত্র সংঘাতে বিপর্যস্ত শিশু

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশুদের উপর নির্মম আক্রমণ ও হত্যা লীলা অব্যাহত রহিয়াছে। অবুঝ নিস্পাপ শিশু হত্যার ঘটনায় গোটা বিশ্ব রীতিমত হতবাক। সন্ত্রাসবাদীরা নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করিয়া মানুষের মধ্যে হিংসার বীজ আরো চরম করিয়া পরিবার চক্রান্তে লিপ্ত রহিয়াছে। এই ভয়ংকর প্রবণতা পরিস্থিতিতে দিনের পর দিন আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। যেকোনো পরিস্থিতিতেই শিশু হত্যা বন্ধ করিবার জন্য সকলকে অঙ্গীকার বদ্ধ হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে শিশু হত্যা করিয়া প্রকৃত সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিতে হইবে। যুদ্ধের পথ বাঁচিয়ে নিয়ে যাহারা রক্ত ঝরাইতেছে তাহাদেরকে শান্তির পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যুদ্ধ কিংবা হিংসা কখনোই কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই ধরনের হিংসার কোন স্থান নাই। ইউনিসেফ-এর মতে ২০০৫ থেকে গত ১৬ বছরে সংঘাতে জর্জরিত আফগানিস্তানে ২৮,৫০০'র বেশি শিশু নিহত হইয়াছে।আত্মরক্ষার কোনও কৌশলই যাহাদের জানা থাকে না, সেই রকম হাজার হাজার শিশুর রক্তে এই মুহূর্তে ভিজে যাইতেছে গাজার মাটি। শুধু গাজা কেন, সংঘর্ষদীর্ণ আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, মালি, নাইজিরিয়া, সোমালিয়া, সাউথ সুদান, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর মতো বিশ্বের অন্তত ১০টি দেশও কয়েক দশক ধরিয়া শিশুহত্যায় রক্তস্নাত। যদিও আজ আর কোনও সহিংস মৃত্যুর খবরই, সে শিশুর হোক, সে মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র কয়েক দিনেই হাজার ছাড়াইয়া যাক আমাদের তেমন আর স্পর্শ করে না। না হইলে গাজার গণহত্যা ও নৃশংস শিশুহত্যার প্রতিবাদে সবাই রাস্তায় নামিতাম।সেভ দ্য চিলড্রেন' সংস্থার মতে, ২০১৯ থেকে পৃথিবীতে ঘটিয়া চলা সমস্ত যুদ্ধ বা সংঘর্ষে বছরে যত শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষে শুধু গাজা স্ট্রিপেই মাত্র ৩ সপ্তাহে ইজরায়েলি হানায় নিহত হইয়াছে তাহার থেকে অনেক বেশি। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া সহস্রাধিক শিশুর কান্না স্তব্ধ হইয়া গেছে। কখনও কখনও কোনও শিশুর আর্তি হয়তো ভাসিয়া আসিতেছে। শরণার্থী শিবির ও হাসপাতালগুলিকেও ইজরায়েলি যুদ্ধ বিমান অহরহ গুঁড়াইয়া দিতেছে। যদিও দ্য জেনিভা কনভেনশন এবং শিশু অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রপুঞ্জের কনভেনশন অনুযায়ী, স্কুল, হাসপাতাল, শরণার্থী শিবিরে কোনও অজুহাতেই হামলা চালানো যায় না। কিন্তু তাহাতে কী? যুদ্ধের আইন বা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষার আইন লঙ্ঘনে কী সন্ত্রাসবাদী, কী তাহাদের দমনকারী রাষ্ট্র, সকলের ভূমিকাই সমান।

রাষ্ট্রপুঞ্জেরই হিসাবে, সুদানে গোষ্ঠীসংঘর্ষে প্রতি ঘণ্টায় ৭ শিশু নিহত বা আহত হইতেছে। ইউনিসেফ-এর মতে ২০০৫ থেকে গত ১৬ বছরে সংঘাতে জর্জরিত আফগানিস্তানে ২৮,৫০০'র বেশি শিশু নিহত হইয়াছে। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর রিপোর্ট বলছে, বিশ্বে ২০১৩ থেকে ২০১৭-র মধ্যে এক বছরের কমবয়সি ৫ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের প্রভাবে। পৃথিবীর প্রায় ৪২ কোটি শিশুই সশস্ত্র সংঘাতে বিপর্যস্ত এলাকায় বাস করিতে বাধ্য হইতেছে।প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতোই সংঘর্ষ বা যুদ্ধের শিকার সবচেয়ে বেশি হয় শিশু ও নারী। আত্মরক্ষায় অসমর্থ শিশুরা আপনজনকে হারাইয়া কোনও মতে বাচিয়া গেলেও, ইয়েমেনের ওয়াফা-র মতো তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। ১৬ বছর ধরিয়া স্থল, জল ও আকাশপথ ইজরায়েলি অবরোধে অবরুদ্ধ গাজার কোনও নাগরিকেরই স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার নাই। তাহার উপর লাগাতার আক্রমণের কী মারাত্মক প্রভাব পড়িতেছে সেখানকার শিশুমনের উপর, তাহা ভাবাই দুষ্কর।

মোদীর গ্যারান্টিই মুদ্রাস্ফীতির নিশ্চয়তা : জয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'মোদীর গ্যারান্টিই মুদ্রাস্ফীতির গ্যারান্টি' বলে বুধবার কটাক্ষ করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তিনি বুধবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের 'আকাশ ছোঁয়া দাম' নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র নিন্দা করে একথা বলেছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন, তা নয় তাঁরা এই 'ব্যর্থতা' আড়াল করতে বিভিন্ন ইস্যু উত্থাপন করে চলেছেন।

সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ হিন্দিতে একটি পোস্ট করে জয়রাম রমেশ লিখেছেন, 'মোদীর গ্যারান্টিই মূল্যস্ফীতির গ্যারান্টি'! আজকাল, বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টির কথা বলছে। তাঁদের অন্যান্য গ্যারান্টি সম্পর্কে জানি না, তবে একটি গ্যারান্টি যা গত সাড়ে নয় বছরে দেশ পেয়েছে তা হল মূল্যস্ফীতির গ্যারান্টি।' তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন যে এই সরকারের ভুল নীতির কারণে মূল্যস্ফীতি ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে।

বিধানসভা থেকে পদত্যাগ গুজরাটের এএপি বিধায়ক ভূপেন্দ্র ভায়ানির

আহমেদাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুজরাটের এএপি বিধায়ক ভূপেন্দ্র ভায়ানি বুধবার রাজ্য বিধানসভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। ভায়ানি জুনাগড় জেলার ভিসাভাদর আসনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বুধবার সকালে গান্ধীনগরে গুজরাট বিধানসভার স্পিকার শঙ্কর চৌধুরীর কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। এক আধিকারিক একথা জানিয়েছেন।ভায়ানির পদত্যাগপত্র ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভায়ানি যিনি ভূপত ভায়ানি নামেও পরিচিত। তিনি জানান, তিনি বিধায়ক হিসাবে পদত্যাগ করছেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনে কোনও কারণ উল্লেখ করেননি। গুজরাট বিধানসভার সচিব ডিএম প্যাটেল বলেছেন, 'স্পিকার ভায়ানির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।'

ভায়ানি গত বছর রাজ্য নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (এএপি)থেকে নির্বাচিত পাঁচজন বিধায়কের মধ্যে একজন ছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির(বিজেপি) ১৮২জন সদস্যের বিধানসভায় এএপি ১৫৬টি আসন পেয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে জিতেছিল। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে গতবছর প্রথম এএপি জিতেছিল।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশ দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ বলে বুধবার মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে ২০০১ সালের হামলার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স -এ পোস্ট করে একথা লেখেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, 'আমরা শহীদদের অদম্য সাহসিকতাকে স্যালুট জানাই এবং আমরা সবসময় তাদের কাছে ঋণী থাকব, আমাদের চিন্তা তাদের পরিবারের জন্য, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ'। এরপর কংগ্রেস দলের তরফ থেকে এক্স-এ পোস্ট করা হয়। সেই পোস্টে কংগ্রেস লিখেছে, ' আজ কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে এবং দলের বর্ষীয়ান নেত্রী সোনিয়া গান্ধী সংসদ হামলার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গণতন্ত্রের মন্দির রক্ষা করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গকারী এই শহীদদের কাছে দেশ চিরঋণী থাকবে'। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় সংসদ ভবনের রক্ষী এবং দিল্লি পুলিশের কর্মী সহ মোট নয়জন শহীদ হয়েছিলেন।

শতবর্ষেও উপেক্ষিত অম্লান দত্ত

স্বপনকুমার মণ্ডল

অশান্ত সমুদ্রের তলদেশে থাকে তার অপ্রশান্ত স্থিরতা। সেখানেই তার রত্নের অভিজাত আয়োজন। উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষোভ দেখে যেমন তার রত্নাকরের প্রশান্ত প্রকৃতি জেগে ওঠে না, তেমনই জনসমুদ্রের কোলাহলে মানুষের নীরবে চলা অমূল্য মনীষার পরিচয়ও আত্মগোপন করে। নীরবতা যে পরিণত মননের প্রকাশ, আমাদের তা অনেক সময়েই খেয়ালে আসে না। শুধু তাই নয়, নীরবেও যে তীব্র প্রতিবাদ করা যায়, তা নিয়েও আমরা যথেষ্ট সচেতন নই, বিশ্বাসও নেই। অবশ্য যেখানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানে যুক্তিও অকেজো। আবার আত্মবিশ্বাসের অভাব হলেই তার সিদ্ধান্তেও দোলাচলতা নেমে আসে। প্রতিরোধের বিনীত ভাষাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, প্রতিশোধে তার উগ্র মূর্তি প্রত্যাঘাতে সক্রিয় হয়। সেক্ষেত্রে ছকবন্দি প্রতিবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল সরব ব্যক্তিত্বদের আলোর পাশে নীরবে সরব ব্যক্তিত্বের প্রভাব সেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে না। অথচ প্রতিরোধ- প্রতিরোধ-প্রতিশোধের সোপানে না উঠেও মানুষের মণিকোঠায় উঠা যায়, নিজেকে জাহির না করেও আত্মিক সংযোগে জনমানসের শ্রদ্ধা লাভ করা যায়, তার পরিচয়ও কখনও কখনও মেলে। এরকমই একজন অতুলনীয় মনীষা অম্লান দত্ত (১৭.০৬.১৯২৪-১৮.০২.২০১০)। বিশ শতকের গুটিকতক মনীষার অন্যতম অনন্য ব্যক্তিত্বের আলোয় তাঁর আসল পরিচয় মননশীল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ চিন্তাভাবনায় ও মতাদর্শে এবং বিশেষ করে মানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর মতো নীরব বিপ্লবীর পরিচয় নেই বললেই চলে। বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়ের আমূল মানবতাবাদের অনুগামী হিসাবে অম্লান দত্তের সঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের নাম উঠে আসে। সেখানেও শিবনারায়ণের সরব ব্যক্তিত্বের পাশে অম্লানের নীরবে সরব অস্তিত্ব বিস্ময় জাগায়, গভীরতর শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। অথচ তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর কোনওভাবে উচ্চকিত হয়নি, কোনো বাদ-প্রতিবাদে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি, জাগিয়ে তোলেনি ব্যক্তিত্বের রংমশাল। অথচ তাঁর হীরকদৃঢ় অবস্থান তাঁর ব্যক্তিত্বে শুধু হীরকদ্যুতি ছড়ায়নি, যুগজীবনের আলোকদিশারি হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ প্রাপ্তি গণতন্ত্রের মধ্যেই তাঁর স্বরচিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতছানি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। সেখানে তাঁর অনন্য মনীষার আলো আজও আমাদের পাথেয়, উত্তরণের বিশল্যকরণী। অথচ তাঁকে নিয়ে চর্চার পরিসর তাঁর শতবর্ষেও অধরা মাধুরী। শুধু তাই নয়, তাঁর জীবিতকালেও তাঁর পরিচয় মেঘে ঢাকা তারা। প্রথমে সে বিষয়ে আলোকপাত জরুরি মনে হয়। কেননা অভাববোধেই অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। অম্লান দত্তের পরিচিতিতে পেশাদারি মনোভাবের ছাপ স্পষ্ট। ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। পরে চিন্তাবিদ ও লেখক জুড়ে দেওয়া হয়। এসবই তাঁর পোশাকি পরিচয়ের বহুরূপী প্রকাশ। অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লার শিক্ষাশোভন বনেদি পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির কৃতী ছাত্রটি যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সাফল্য অর্জন করে। এরপর অধ্যাপনার কর্মজীবনে একের পর এক সিঁড়ি বেয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা তাঁকে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেই উৎকর্ষমুখর ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধেয় করে তোলে। আশুতোষ কলেজ (১৯৪৭) থেকে পরের বছর (১৯৪৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ অধ্যাপক অচিরেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসি (১৯৭২-১৯৭৪) পদে উন্নীত হন। তারপর উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪-১৯৭৭) থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৮০-১৯৮৪) উপাচার্যের পদে ছিলেন। মাঝে বছরখানেক (১৯৭৮-৭৯) তিনি বারাণসীর গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়, আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, আর্থিক উন্নয়ন ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে দেশবিদেশে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, পড়িয়েওছেন। আবার ১৯৭৯-তে রাষ্ট্রসংঘের সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সমান পারদর্শী অম্লান দত্তের ক্ষুরধার মনীষাঋদ্ধ অসাধারণ লেখনীর পরিচয়ও অসংখ্য বইপত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে যৌথভাবে ইংরেজি Quest পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে তাঁর ভারতের অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে ওঠে। কথ অন্যদিকে শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর বনেদি উত্তে আভিজাত্য ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতা লাভ করে। সেদিক থেকে অম্লান দত্তের বহুমুখী পা প্রতিভার বহুমাত্রিক প্রকাশ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত মনে হয়। অসংখ্য বইপত্র ও পত্রপত্রিকায় তাঁর চিন্তাভাবনার অনন্যতাই মে তাঁর চিন্তাবিদ ও লেখক পরিচিতিকে অতিরিক্ত যোগ্যতার ন্যায় বাড়তি সংযোজন করে তুলেছে। অথচ সেখানেই তাঁর উপেক্ষিত পরিচিতি অত্যন্ত প্রকট। অম্লান দত্তের মনীষার পরিচয় তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনায় ও স্বতন্ত্র আদর্শবোধে। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখির মধ্যেই তা নানাভাবে উঠে এসেছে। সেখানে তাঁর নীরবে সরব চিন্তাভাবনার নিছক অগ্রণী চিন্তাবিদ বা চিন্তক অভিধায় তাঁকে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। তাতে তাঁর মননদীপ্ত লেখার আলোয় তাঁকে চেনা যায়, কিন্তু জানা যায় না। বিশ শতকের অনন্য মনীষার পরিচয়ে অম্লান দত্তের অসাধারণত্ব তাতে সীমাবদ্ধ হয়ে ভি পড়ে। তাঁর নির্ভীক ও অবিচলিত মনের যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী প্রকৃতি আজীবন অটুট ছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে তাঁর একক চলনে নাছোড় প্রকৃতিই বলে দেয় তাঁর হীরকদৃঢ় ব্যক্তিত্বের মধ্যে মহামানবের বাস। রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃত্তে জড়িয়ে না পড়লেও তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনায় বৈপ্লবিক প্রকৃতি তাঁকে পথিকৃতের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় করে তোলে। সেখানে শুধু মাত্র "অগ্রণী চিন্তাবিদ" বা "অগ্রণী চিন্তক" বলে তাঁকে সীমাবদ্ধ করলে তাঁর আসল অস্তিত্বকেই আড়াল হয়ে যায়। তাঁর প্রবন্ধাদিই তাঁর বহুধাব্যাপ্ত মনীষার মুখপাত্র হয়ে উঠেছে। অথচ তার প্রতি বাঙালির বিমুখকতাও সমান সত্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ ইং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আরতি সেনের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় অম্লান দত্তের জীবিত কালেই তাঁর "প্রবন্ধ সংগ্রহ" প্রকাশ (জানুয়ারি ১৯৯৩) করেন। সম্পাদনার কথায় তাতে গৌরকিশোর অকপটে বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন সেকথা "কারণ অম্লানের কম গ্রন্থই এখন বাজারে পাওয়া যায়। যেহেতু অম্লানের রচনাদির প্রাসঙ্গিকতা সব সময়েই বর্তমান, কারণ তাঁর ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতে আছে আবেগহীন মৌল বিচার, অম্লানের রচনাদির সঙ্গে বাংলা ভাষার পাঠকের পরিচয় না থাকাটা সে হেতুই এক বড় ক্ষতি, এমন একটি অনুভবই আমাকে এবং আরতি সেনকে অম্লানের প্রবন্ধ সংকলনের কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছে। স্বীকার করে নেওয়া ভাল অম্লান আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কিন্তু এই প্রবন্ধ সংগ্রহ নিছক বন্ধুকৃত্য নয়, সেটা ছাপিয়ে আরও কিছু, সে সংবাদ এই সংগ্রহ থেকেই পাঠক পেয়ে যাবেন। সেদিক থেকে গৌরকিশোরের কৈফিয়তের পরতে পরতে অম্লান দত্তের লেখার প্রতি বাঙালির বিমুখতা ধরা পড়ে। অন্যদিকে অম্লান দত্তের প্রায় সমানবয়সী সুহৃদ ছিলেন গৌরকিশোর। অথচ দুজনের মতাদর্শের দুই ভিন্ন রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় গৌরকিশোর যখন তার তীব্র প্রতিবাদে মাথামুণ্ডন করে শ্রাদ্ধ করায় উগ্র হয়ে উঠেছেন, তখন অম্লান দত্ত তাঁর বিপরীতে নিরুত্তাপে থেকেছেন, ভারতের প্রকৃতিতে যে জরুরি অবস্থা অচল তা বুঝিয়ে তা থেকে বিরত হতে বলেছেন, সেই সময়টি কাজে লাগানোর কথা বলে বন্ধুদের বিয়ে করার পরামর্শ দিয়ে রসিকতাও করেছেন। এতে বন্ধুদের বিরাগভাজন হলেও নিজের সিদ্ধান্তে অবিরত অবিচল ছিলেন অম্লান। তাঁর অপ্রিয় সত্য কথনে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি বিমুখতা নেমে এসেছে। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ নিরাবেগ ও নির্মেদ প্রবন্ধের প্রতি অনীহাও অস্বাভাবিক নয়। অথচ তিনি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতেও তাঁর লেখনীকে সক্রিয় রেখেছিলেন অবিরত। একের পর এক প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে তাঁর। "দেশ", "আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রভৃতি অভিজাত পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন। সেগুলি আবার বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। "গণযুগ ও গণতন্ত্র" (১৯৬৭), "প্রগতির পথ" (১৯৬৮), "সমাজ ও ইতিহাস" (১৯৭০), "পল্লী ও নগর" (১৯৭৩), "তিন দিগন্ত" (১৯৭৮), "ব্যক্তি যুক্তি সমাজ" (১৯৭৮), "কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ" (১৯৮৪), "গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ" (১৯৮৬), "সমাজ সংস্কৃতি স্মৃতি" (১৯৮৭), "উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ" (১৯৮৭), "দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ"(১৯৮৯), "শান্তির সপক্ষে" (১৯৯২), "বিকল্প সমাজের সন্ধানে" (১৯৯৪), "অন্য এক বিপ্লব" (১৯৯৯), "মুক্তি তোরে পেতেই হবে" (২০০২), "যে কথা বলিতে চাই" "২০০৯" প্রভৃতি তারই নিদর্শন। সেক্ষেত্রে তাঁকে নিছক "লেখক" হিসেবে পরিচিতি প্রদানের মধ্যেই আমাদের দুর্বলতা লুকিয়ে আছে। একালে সাহিত্যিককে লেখক বলা হলেও সাহিত্যের কোনো বিশেষ শাখায় অভিহিত করতে না পেরে সামগ্রিক ভাবে লেখক বলে দায় সারাটাই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। সেখানে অম্লান দত্তের যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যভারমুক্ত আবেগবর্জিত মননশীল চিন্তা উদ্রেককারী ভাব ও ভাষায় সম্পৃক্ত অসাধারণ প্রবন্ধগুলিও তাঁকে প্রাবন্ধিক হিসাবে সুপরিচিত দেয়নি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি উপেক্ষিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে তাঁর লেখকসত্তাই আজ অস্বীকৃতির নামান্তর মনে হয়। অন্যদিকে অম্লান দত্তের অসাধারণ মনীষা যেভাবে তাঁর প্রবন্ধে আলো ছড়িয়েছে, সেভাবে বাঙালির মনে সাড়া মেলেনি। শুধু অর্থনীতিই নয়, তার সঙ্গে সমাজ-ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের সম্পর্ককে সময়ের প্রেক্ষিতে নিবিড়ভাবে লেখা যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়নবৃদ্ধি প্রবন্ধগুলি নিছক একাডেমিক চৌহদ্দিতে আবদ্ধ থাকে না, সাধারণ্যেও আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেখানে আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ও তার সমস্যাও প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে জীবনে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর গভীর অন্বেষা পাঠকের ভাবের ঘরে কড়া নাড়ে। অন্যদিকে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর মানবতাবাদী মনের পরিচয় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণে অম্লান দত্তের মননের আলোই নতুন পথের সন্ধান দেয়, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। এভাবেই তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা জেগে ওঠে। উনিশ শতকে সীমাবদ্ধ নবজাগরণে নিয়ে অম্লান দত্তের কোনোরকম বিরোধিতা নেই। কেননা ইতালির নবজাগরণও সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে উনিশ শতকের নবজাগরণকে স্বীকার করে নিয়ে তার মূল্যবোধের পূর্ণতা রক্ষা করার স্বার্থেই অম্লান দত্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। সেখানে নগর ও পল্লির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন জরুরি মনে হয়েছিল তাঁর। ১৯৭০-এই সমাজের প্রধান ব্যাধি হিসেবে তিনি আলস্য, দুর্নীতি আর কুসংস্কারকে চিহ্নিত করেন। কুসংস্কারের মধ্যে অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ ও অস্তিত্বের কথা ব্যক্ত করে মানবতার সংকটকে তোলেন। সেক্ষেত্রে সাম্যবাদী নিবিড় করে আন্দোলন বা সশস্ত্র বিপ্লব নয়,চাই সাংস্কৃতিক সত্তরের রাজনৈতিক অস্থিরতার "সমাজ ও ইতিহাস" (১৯৭০ "সাংস্কৃতিক বিপ্লবপ্রসঙ্গে" প্রবন্ধ উচ্চারণ "শ্রম, বিজ্ঞান ও বিপ্লব। মধ্যে তাঁর) বইয়ের তাঁর স্পষ্ট মানবতাবোধ, দেশ গড়বার এই মূল উপাদান। মুক্তির কোনো ত্বরিত ও সহজ সেক্ষেত্রে রামমোহন ও সামাজিক পথ নেই।" বিদ্যাসাগরের পরে বাংলার অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক মনে করেছেন অম্লান দত্ত। বিপ্লব জরুরি সত্তরের সেই অস্থিরতা হয়ে গেলেও সেই সময়ান্তরে নিঃস্ব ব্যাধিগুলি বহাল তবিয়তে অত্যন্ত সজীব ও অস্তিত্ব আজও আমরা বয়ে অম্লান দত্তের চেতাবনি করেনি। অন্যদিকে তাঁর সংকীর্ণ করেনি, বরং সব পথের প্রতি শ্রদ্ধেয় করে তাঁর গণতান্ত্রিক উদারতা সক্রিয়। তার চলেছি। অথচ আমাদের সচেতন যুক্তিনিষ্ঠতা তাঁকে ধরনের মত ও তুলেছে। সেখানে বিস্ময়কর। মনন ও হৃদয়ের সহাবস্থানে সমস্যাপীড়িত মানুষের পরস্পর বিরোধী মতকেও তিনি সমান গুরুত্বই দেননি, সত্য বলে স্বীকার করছেন। অবশ্য দ্বন্দ্বকে মেনে নিলেও তার বৈরিতাকে প্রশ্রয় দেননি। সেখানে বিরোধী মানেই শত্রু নয়। সেক্ষেত্রে সংকট থেকে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট কোনো পথ নেই, বিভিন্নমুখী পথেই তার সুরাহা নিজেদেরই আবিষ্কার করে মানুষ এগিয়ে চলে। আসলে অম্লানের যৌক্তিক পরম্পরার মধ্যেই যেমন অসাধারণ বিশ্লেষণ বর্তমান, তেমনি সার্বিক গণতান্ত্রিক চেতনার সংশ্লেষণও সক্রিয়। স্বাভাবিকভাবেই উগ্র ধর্মান্ধতা থেকে সক্রিয় রাজনীতির প্রকট একদেশদর্শী চেতনায় তাঁর মতো যুক্তিনিষ্ঠ অথচ মুক্তমনা মনীষীর প্রতি বিমুখতা নেমে এসেছে। অথচ তারপরেও তাঁর সফলতা ঠুনকো হয়ে পড়েনি। তাঁর উপরে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বার্টান্ড রাসেল, বিনয়কুমার সরকার, আম্বেদকর প্রমুখের প্রভাব বর্তমান। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর লেখনীতে ঝরে পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির পাশে আরও একটি ছবি রেখেছিলেন। সেটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহের। তাঁর মতে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতো সরল ও অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল। অথচ ধর্ম ও সামাজিকতা ত্যাগ না করে শহীদুল্লাহ ধর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে পীরের মতো শ্রদ্ধা করতেন। অম্লান দত্তের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। তিনিও মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁর ফ্ল্যাট যে মেয়েটি ঘরকন্নার কাজ করে দিয়ে যেত তার নাম জোরা, ধর্মে মুসলিম। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনযাপনও ছিল সরল, সাদাসিধে। সাধারণের সঙ্গে সহজে মিশতেন। নীরবে নিভৃতচারী হয়েও অম্লান দত্ত তাঁর আমূল মানবতাবাদের ব্রতে সক্রিয় ছিলেন আজীবন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিনকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। তার জন্য তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার হতে হয়নি। এতটাই তাঁর প্রতি মান্যতাবোধ বাঙালির, ভাবা যায়! সেক্ষেত্রে তাঁর মতাদর্শের প্রতি বিমুখ হলেও বাঙালি তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে দ্বিধা করেনি, বরং বিশ শতকের দুই বাংলার মনীষীর গৌরবে অঅপন করে নিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে। অথচ শতবর্ষেও তাঁর প্রতি বিস্ময়কর বিমুখতা লক্ষ করা যায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'কিউ-আর' কোডের জনপ্রিয়তা বাড়ছে কেন?

বর্তমানে পৃথিবীর বেশিরভাগ মালপত্রও সামগ্রীর প্যাকেটের গায়ে কতগুলো সাদা-কালো লম্বা লম্বা দাগ দেওয়া থাকে অথবা বর্গাকার বা আয়তাকার ঘর কাটা থাকে। এই গাদগুলো 'বাপরোড' নামে আমাদের কাছে পরিচিত। খুব তাড়াতাড়ি ও নির্ভুলভাবে পণ্যবস্তুর হিসাব রাখতে বারকোডের কোনও জুড়ি নেই। ওই একই কাজ করতে কোনও দক্ষ মানুষের কয়েকগুণ বেশি সময় লাগবে। উন্নত দেশগুলোতে প্রায় একশো শতাংশ ব্যবসায়িক কাজেই বারকোডের উপস্থিতি চোখে পড়ে। আমাদের দেশেও এটা খুব দ্রুতার সঙ্গে জনপ্রিয় হচ্ছে।

বারকোডের জন্ম কিন্তু হয়েছে প্রায় ৭১ বছর আগে, সেই ১৯৫১ সালে। এটা প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব দুই আমেরিকানে। এঁরা হলেন নরম্যান জোসেফ উডল্যান্ড ও কারনাড সিলভার। কিন্তু এদের আবিষ্কৃত বারকোডগুলো দেখতে লম্বাকৃতি ছিল না বরং বৃত্তাকৃতি। অনেকগুলো এক কেন্দ্রীয় বৃত্ত। তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় 'টার্গেট রিং' যেমন দেখতে হয়, অনেকটা সেইরকম। তাই একে 'বুলস আই কোড' নামে ডাকা হয়। তবে উডল্যান্ডদের এই আবিষ্কার সেই সময় কোনও জনপ্রিয়তা পায়নি। তখনও বাণিজ্যিকভাবে বারকোড ব্যবহার করার কথা কেউ ভাবেনি।

উনিশশো ষাট দশকে আমেরিকার সুপার মার্কেটগুলোর জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে বাড়ছিল। সেখানকার দোকানগুলোতে বেশি বেশি খরিদ্দারের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। এই কারণে বাজারের বেশিরভাগ দোকানে সময়ের সমস্যা হচ্ছিল। দাম মিটিয়ে খরিদ্দারের বিদায় করতে প্রচুর সময় লেগে অচ্ছিল। প্রতিদিনের এই সমস্যা দূর করতে ১৯৬৬ সালে 'ন্যাশনাল আসোসিয়েশন অফ ফুড চেন', একটা মিটিংয়ের আহ্বান করল। সেখানে আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল দোকানগুলোতে কীভাবে স্বয়ংক্রিভাবে বিল মেটানোর ব্যবস্থা করা যায়। অনেক আলাপ আলোচনার পর, 'রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা' সংক্ষেপে ' আরসিএ' নামে এক সংস্থাকে এর দায়িত্ব দেওয়া হল।

এই 'আরসিএ' সংস্থার হাতেই কিন্তু উডল্যান্ডদের আবিষ্কৃত বারকোডের 'স্বত্ব' বা বিশেষ অধিকার ছিল। তারা বেশ কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন দোকান ও কোম্পানিতে তাদের বারকোডের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। কিন্তু ওই উডল্যান্ড পদ্ধতির অনেক ভুলভ্রান্তি ধরা পড়তে লাগল। এই সমস্যা দূর করতে ডাকা হল পৃথিবী বিখ্যাত 'আইবিএম' কোম্পানিকে। তারা ১৯৭৩ সালে একটা নতুন বারকোড ব্যবস্থার সূচনা করল, যেটা আগেকার গোলাকৃতির পরিবর্তে লম্বা লম্বা রেখা দিয়ে তৈরি । এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইউনিভার্সাল প্রোডাক্ট কোড', সংক্ষেপে 'ইউপিসি'। মাত্র দশ বছরের মধ্যেই আমেরিকার বেশিরভাগ সুপার মার্কেটের দোকানে এই ' ইউপিসি' ব্যবহার হতে লাগল। পাশের দেশ কানাডাতেও তা ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু এই 'ইউপিসি' বারকোড ব্যাপারটা কী? এটা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পার, এতে ২৯ টা সাদা ও ৩০টা কালো লম্বা দাগ রয়েছে। বাঁদিকের দাগগুলো উৎপাদনকারীর জন্য সংরক্ষিত। কোম্পানির বিভিন্ন তথ্য এতে 'কোড' করে রাখা হয়। আর ডানদিকের দাগগুলো ব্যবহার করা হয় উৎপাদিত পণ্যের বার্তা ধরে রাখার জন্য। বারকোডের সংকেতগুলো চটজলদি পড়ে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয় 'বারকোড স্ক্যানার'। এর মধ্যে রয়েছে 'ডি কোডার', যা পুনরায় বারকোডকে আসল তথ্যে রূপান্তরিত করে দেয়। যেমন উৎপাদনকারীর নাম, পণ্যের উৎপাদনের তারিখে, পণ্যের মূল্য ইত্যাদি। আমেরিকা ও কানাডায় বারকোড প্রযুক্তির প্রসার দেখে ইউরোপের দেশগুলোও উৎসাহিত হয়ে এতে গ্রহণ করল। জাপানও তাদের দেশের উৎপাদিত পণ্যে বারকোড ব্যবহারের অনুমতি দিল। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারকোড আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। আর এর ফলে আরও নতুন নতুন ধরনের বারকোডের জন্ম হল। যেমন জিএসআই ডাটাবার, ইএনএন ১৩, কোড ১২৮, কোড ৩৯ ইত্যাদি। কিন্তু সারা পৃথিবীতে 'ইউপিসি' বারকোডেই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

উপরে ইউপিসি সমেত আরও যে সব বারকোডের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই একমাত্রিক (১ ডি) বারকোড। অর্থাৎ এদের শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য রয়েছে, কতগুলো লম্বা লম্বা দাগ। এরা সর্বাধিক মাত্র ৮৫ টা সংখ্যা ও সংকেত স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে। তাই এর থেকে অনেক বেশি তথ্য বারকোডে ধরে রাখা যায় কীভাবে, তার সন্ধান চলতে লাগল।

১৯৯৪ সালে টয়োটো গ্রুপের সহযোগী সংস্থা 'ডেনসো ওয়েভ' গাড়ি উৎপাদনের নজরদারি করতে এক নতুন ধরনের বারকোডের উদ্ভাবন করল। এর নাম দেওয়া হল 'কুইক রেসপন্স', সংক্ষেপে 'কিউ-আর' কোড। এই কোডের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এর তথ্যাধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এখানে মোট ৭০৮৯ টা অক্ষর ও সংখ্যা জমা করা যায়। ইংরেজি ছাড়াও এখানে 'বাইনারি' সংখ্যাও কাঞ্জি' (জাপানি ভাষা জমা করা এবং পড়া যায়।

'কিউ-আর' কোড হচ্ছে দ্বিমাত্রিক (২ডি) বারকোড, যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইই আছে। দ্বিমাত্রিক বারকোডগুলো দেখতে বর্গাকার বা আয়তাকার বা কখনও ষড়ভুজাকার হয়ে থাকে। সারা পৃথিবীতে আরও অনেক ধরনের দ্বিমাত্রিক বারকোডের ব্যবহার হয়। যেমন ডাটা ম্যাটিক্স, পিডিএফ ৪১৭, এজেডটিইসি ইত্যাদি। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে 'কিউ-আর কোড'।

'কিউ-আর' কোড পড়ার জন্য আলাদা করে আর 'স্ক্যানার' কেনার দরকার নেই। যে কোনও স্মার্ট মোবাইল ফোনে 'কিউ-আর স্ক্যানার' ডাউনলোড করে তার সাহায্যে কোডের ভিতর কী আছে, তা নিমেষে পড়ে নেওয়া যায়। শুধু অক্ষর ও সংখ্যাই নয়, ছবি বা ভিডিও, ফেসবুক বা টুইটারে লিঙ্ক, সবই পাওয়া যায় এই কোড। এইসব সুযোগসুবিধার জন্য 'কিউ-আর' কোডের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। উৎপাদন শিল্প থেকে শুরু করে বিমান পরিষেবা, ডাক বিভাগ থেকে মহাকাশ সংস্থা, সবক্ষেত্রেই এখন বারকোডের রমরমা। এদের মধ্যে আবার সবেচেয়ে এগিয়ে কিউ-আর কোড। শপিংমল থেকে পাড়ার চায়ের দোকান, সব জায়গাতেই 'কিউ-আর' কোডের ব্যানার ভীষভাবে চোখে পড়ে। তাতে স্ক্যান করে মুহূর্তের মধ্যে দাম মিটিয়ে দেওয়া যায়। আর কিছুদিনের মধ্যে পাড়ার সমস্ত ছোট ছোট দোকানে এটা যে ছড়িয়ে পড়বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মানুষ হত্যা করে সরকারকে উৎখাত করা যাবে না: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে তার সরকারকে উৎখাত করতে পারবে না। বিএনপির ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তিনি বলেন, মানুষ হত্যা করে তারা সরকারকে উৎখাত করতে পারে না। কোন ধরনের রাজনীতি করছে তারা?

বুধবার(১৩ ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবনে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। গাজীপুরে রেললাইন উপড়ে ফেলার কারণে ট্রেন দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বুধবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় গ্যাসচালিত মেশিন দিয়ে প্রায় ২০ ফুট রেললাইন কেটে ফেলা হয়। নেত্রকোণা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের আটটি বগি গাজীপুরে লাইনচ্যুত হয়ে একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপির সন্ত্রাসীরা এর আগেও একাধিকবার একই কাজ করেছে। তার মানে এটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত করে মানুষকে হত্যার চেষ্টা। তারা জনগণকে হত্যা করে সরকার উৎখাত করতে চায়। মানুষ হত্যা করে তারা আন্দোলন থেকে কী অর্জন করতে পারে?

তিনি আরও বলেন, বিএনপি অগ্নিসংযোগ অব্যাহত রেখেছে এবং প্রতিদিন হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করছে। ধর্মঘট ও অবরোধের অর্থ কিছু বাস ও ট্রাক পুড়িয়ে দেওয়া। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা যখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েছি, তখন তারা যদি এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে? প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের (বিএনপি) জনগণের কাছে যাওয়া উচিত এবং জনগণ যাদের ভোট দেবে তারাই ক্ষমতায় আসবে। আমরা ক্ষমতায় টিকে থাকার কোনো চেষ্টা করছি না। আমরা যতদিন ক্ষমতায় আছি ততদিন বাংলাদেশের উন্নয়ন করছি। কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, দেশের উন্নয়ন হয়েছে। আজ বাংলাদেশ আমূল বদলে গেছে।

তিনি বলেন, যারা রেললাইন তুলে ফেলে বা মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করে, তাদের মধ্যে মানবিকতা বোধ বলতে কিছু নেই। সুতরাং জনগণকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,তাদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই। তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আমি জনগণকেও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলব। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনিদের জন্য শুকনো খাবার ও জামাকাপড়সহ ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে এবং তাদের জন্য আরও ত্রাণ সামগ্রী পাঠাবে। মাহবুবুল আলমকে সভাপতি করে ২০২৩ সালের আগস্টে ২০২৩-২৫ মেয়াদের জন্য এফবিসিসিআইয়ের নতুন কমিটি নির্বাচিত করা হয়। নবনির্বাচিত সহসভাপতি আমিন হেলালী, খায়রুল হুদা চপল, মোহাম্মদ আনোয়ার সাদাত সরকার ও জোশোদা জীবন দেবনাথ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বীরপাড়ায় নেশার সামগ্রী সহ ধৃত ২

বীরপাড়া, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া থানার রামঝোরা চা বাগানে নেশার সামগ্রী সহ পুলিশ হাতে ধরা পড়ল পরিবারের দুই সদস্য।

বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও সিডেটিভ ট্যাবলেট।

বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে রামঝোরা চা বাগানের সাইনবোর্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে ৩৯২টি পেইনকিলার ট্যাবলেট ও ১৬ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন সাবইনস্পেক্টর সঞ্জীব বর্মন। আটক করা হয় রোশনলাল ভগত ও তাঁর স্ত্রী রোশনি প্রসাদ ভগতকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ১০টা নাগাদ তাদের গ্রেফতার করা হয়। বুধবার দু'জনকেই আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান বীরপাড়া থানার ওসি পালজার ছিরিং ভুটিয়া।

জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস পার্টিকে ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না: অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস পার্টিকে ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না, বলে বুধবার মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর।

তিনি বুধবার দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একথা বলেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের পাল্টা জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, রাজনৈতিক লাভের জন্য কংগ্রেস দেশকে যে ক্ষত দিয়েছে তার সাক্ষী রয়েছে ইতিহাস।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও কংগ্রেস পার্টিকে ইতিহাস কখনও ক্ষমা করবে না। অনুরাগ ঠাকুর বুধবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আরও বলেন, নেহরুর ভুলের ফল এখনও মানুষ ভোগ করছে। সর্দার প্যাটেল ৫৫৩ টিরও বেশি রাজকীয় রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং নেহেরু জম্মু ও কাশ্মীরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারেননি।

অনুরাগ ঠাকুর, রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করে বলেন, তিনি কাকে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) জন্য দায়ী করছেন? ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ৩০০০ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ? এই সব ভুল ঢাকতে চাইছে কংগ্রেস, বলেও এদিন তোপ দাগেন অনুরাগ সিং। উল্লেখ্য, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, পণ্ডিত নেহেরু ভারতের জন্য জীবন দিয়েছেন। বছরের পর বছর তিনি জেলে ছিলেন।

অমিত শাহ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের কাছে ইতিহাস জানার আশা করা যায় না, তাদের নতুন করে ইতিহাস লেখার অভ্যাস আছে। এই বক্তব্যের উত্তরেই এদিন অনুরাগ উপরোক্ত জবাব দেন।

মোদীজির নেতৃত্বে রাজস্থানের উন্নতি ও মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে : দিয়া কুমারী

জয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে রাজস্থানের উন্নতি ও মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। জোর দিয়ে বললেন রাজস্থানের ভাবী উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী। বুধবার জয়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস যেভাবে রাজস্থানকে ৫ বছর ধরে ফাঁপা করেছে, সেটা আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, অর্থব্যবস্থাই হোক। উন্নয়ন হয়নি, মিথ্যা বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, মিথ্যা গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি সবারই জানা। রাজস্থানের এই পরিস্থিতির উন্নতি করতে এবং রাজ্যকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পুরো বিজেপি দল এবং সরকার কাজ করবে।'

দিয়া কুমারী আরও বলেছেন, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সবসময়ই একটি বড় সমস্যা। যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেখানে পৌঁছেছে বিজেপির দল। নির্যাতিতা ও তাদের পরিবারের ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস তখন গভীর ঘুমে। মহিলাদের নিরাপত্তাই হবে আমাদের অগ্রাধিকার।

রেফারিং নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): চলতি আইএসএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে চলেছে কেরালা ব্লাস্টার্স। এই মুহূর্তে, ৯ ম্যাচে ৫টি জয়, ২টি ড্র এবং ২ ম্যাচ হেরে তাদের মোট সংগ্রহ ১৭ পয়েন্ট। রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তবে দলের এই সাফল্যের মধ্যে রেফারির বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করার জন্য এআইএফএফের শাস্তির মুখে পড়তে হলো দলের হেড কোচ ইভান ভুকোমানোভিচকে। কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এক ম্যাচ সাসপেন্ড এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। গত মরশুমে এই কীর্তির জেরে তাঁকে পড়তে হয়েছিল এআইএফএফ''র শাস্তির মুখে।

আদিবাসী নেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, ছত্তিশগড়ের শীর্ষ পদে শপথ নিলেন বিষ্ণু দেও সাই

রায়পুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন বিজেপি নেতা বিষ্ণু দেও সাই। বুধবার বিকেলে রায়পুরের সায়েন্স কলেজ গ্রাউন্ডে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিষ্ণু দেও সাই। ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রন তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা-সহ বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও। শপথগ্রহণের পর ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে সবাই অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানিয়েছেন।

গত রবিবার আদিবাসী নেতা বিষ্ণু দেও সাইকে বিজেপি নিজেদের সদ্য বিজিত রাজ্য ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করেছে। গত বছরই ছত্তিশগড়ের বিজেপির সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিষ্ণুকে। ২০১৪ সালে মোদী সরকার প্রথম বার দেশে ক্ষমতায় আসার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছিল এই আদিবাসী নেতাকে। একটি নয়, তিন তিনটি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিল বিষ্ণুকে। এর মধ্যে কেবল ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিজের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন বিষ্ণু। বাকি দু'টি মন্ত্রক তাঁর হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় যথাক্রমে দু'বছর এবং ছ'মাসের মাথায়। কিন্তু মন্ত্রিত্ব যাওয়া নিয়েও কোনও প্রতিবাদ করেননি তিনি।

১৯৮৯ সালে রাজনৈতিক সফর শুরু বিষ্ণুর। সে বছরই প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে লড়েন তিনি। বিরোধীশূন্য হিসাবে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। তখনও অবশ্য মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড় হয়নি। বিজেপির বহু বড় নেতাকে সেই সময় পাশে পেয়েছিলেন বিষ্ণু। নেতৃত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক, জনসমর্থন এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এই সব ক'টি বিষয়ই বিষ্ণুর দ্রুত উত্তরণের মূল কারণ। অধুনা ছত্তিশগড়ের জশপুর জেলায় বাগিয়া গ্রামে ১৯৬৪ সালে জন্ম বিষ্ণুর। তাঁর বয়স এখন ৫৯। তাঁর পরিবার অনেক আগে তেল পেশাই বা তেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যদিও বিষ্ণুর পরিবারের বর্তমান পেশা কৃষি। তবে তাঁর পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাসও রয়েছে। পরিবারের তিন সদস্য ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে হয় বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে জিতেছেন।

লাইনচ্যুত ঢাকাগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস, মৃত ১

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): লাইনচ্যুত ঢাকাগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস। রেললাইন কেটে রাখার অভিযোগ উঠেছে।

লাইনচ্যুত হয়ে যায় ট্রেনের সাতটি বগি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। ঘটনায় এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথের গাজিপুরের বনখড়িয়া (চিলাই নদীর) ব্রিজে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোহনগঞ্জ থেকে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। গাজিপুরের রাজেন্দ্রপুর স্টেশন পার হওয়ার পরই বিকট শব্দ হয়। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। যাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন। দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দ্রুতগতিতে ট্রেন চললে আরও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, ট্রেন দুর্ঘটনার কারণে ঢাকা-ময়মনসিংহ-ঢাকা রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ট্রেনগুলি যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঢাকা থেকে চলাচল করতে পারে সেজন্য রুট পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের ট্রেনগুলি [illegible] রুটে চলাচল করছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদন্ত কমিটিকে।

শপথ গ্রহণের আগে রায়পুরের মন্দিরে প্রার্থনা ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর

রায়পুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিষ্ণু দেও সাই ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে বুধবার সকালে রায়পুরের জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন। এদিন সাঁই মন্দির দর্শন ছাড়াও ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজধানী রায়পুরের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ বীর নারায়ণ সিং এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সরকারী আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রবিবার উপজাতীয় নেতা বিষ্ণু দেও সাই (৫৯)—কে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছে। তিনি আগে ছত্তিশগড় বিজেপির প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ রায়পুরের বিজ্ঞান কলেজ মাঠে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি হয়। বুধবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অন্যান্য রাজ্যের বিজেপির সিনিয়র নেতারা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিজীবীরা। এছাড়াও প্রায় ৫০,০০০-এরও বেশি মানুষ এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

নির্বাচন কমিশনকে স্বায়ত্তশাসিত করা উচিত : ফারুক আব্দুল্লাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): নির্বাচন কমিশনকে স্বায়ত্তশাসিত করা উচিত। এই মন্তব্য করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁর আর্জি, জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রুত নির্বাচন করানো হোক। নির্বাচনী প্যানেল নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সরকার, এই অভিযোগ করে মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি বিরোধী দলের নেতারা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন। এ প্রসঙ্গে বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, নির্বাচন কমিশনকে স্বায়ত্তশাসিত করা উচিত আমাদের। নির্বাচন কমিশনকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা না করা বিগত সরকারের সবচেয়ে বড় ভুল।' এ প্রসঙ্গে আবার আরজেডি সাংসদ মনোজ কুমার ঝা বলেছেন, 'এটি বৈধ কারচুপির একটি উপায়।'

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘন্টায় আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৬৯ডলারের কাছাকাছি।

সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্রেন্ট ক্রুড সপ্তাহের তৃতীয় দিনের শুরুতে ০.২৭ ডলার বা ০.৩৭ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭২.৯৭ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.২৮ ডলার বা ০.৪১ শতাংশ কমে ৬৮.৩৩ ডলারে লেনদেন করছে।

৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাঁপছে শ্রীনগর, শীতে জবুথবু অবস্থা গোটা কাশ্মীর উপত্যকায়

শ্রীনগর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় রীতিমতো কাঁপছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা, প্রবল ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও। কাশ্মীর ও লাদাখের অধিকাংশ স্থানেই বুধবারও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকল হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে। মঙ্গলবার রাতে শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। যা শ্রীনগরে এখনও পর্যন্ত মরসুমের সবথেকে শীতল রাত।

ঠান্ডায় কাঁপছে গুলমার্গ ও পহেলগাম, এই দুই স্থানে মঙ্গলবার রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে মাইনাস ৫.৫ ডিগ্রি ও মাইনাস ৫.৩ ডিগ্রি। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও এখন জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে, কাঁপছে কার্গিলও। লাদাখের লেহ-তে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, কার্গিলে মাইনাস ৯.৬ ডিগ্রি ও দ্রাসে মাইনাস ১০.৯ ডিগ্রি। জম্মুতে শীতের শিরশিরানি জারি রয়েছে। সেখানে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত কাশ্মীর উপত্যকায় এমনই শীতের দাপট বজায় থাকবে, আগামী দিনে শীত আরও বাড়তে পারে।

গুজরাটের পাটন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত একই পরিবারের ৪

পাটান, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুজরাটের পাটান জেলায় খালে গাড়ি পড়ে একই পরিবারের ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাটান জেলার সাঁওতালপুর তহসিলের ফাগলি গ্রামে বুধবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। একই পরিবারের চারজন সদস্য একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিল, আচমকাই একটি বন্যপ্রাণী তাদের গাড়ির সামনে চলে আসায় গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী ও দুই মেয়ে ছিলেন। মৃতরা হলেন, মহেন্দ্র ভাই জোশী, ভাবিনা জোশী, দিশা জোশী, উর্বশী জোশী।

বুধবার সকালে একটি গাড়িতে করে ফাংলি থেকে কচ্ছের উদ্দেশে রওনা হন জোশী পরিবার। রাস্তায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সাঁওতালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। একই পরিবারের চার সদস্যের মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এমি পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা আন্দ্রে ব্রাগার প্রয়াত

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : এমি পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত অভিনেতা আন্দ্রে ব্রাগার বুধবার প্রয়াত হয়েছেন। তিনি নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ''ব্রুকলিন নাইন-নাইন''-এ ''ক্যাপ্টেন রে হল্ট''-এর ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অভিনেতা আন্দ্রে ব্রাগার ওয়েব সিরিজ ''হোমিসাইড: লাইফ অন দ্য স্ট্রিট'' এবং ''ব্রুকলিন নাইন-নাইন''-এ তাঁর অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি সম্মানজনক এমি পুরস্কারও জিতেছেন। তাঁর ৬১ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। অভিনেতার মৃত্যুর বিষয়ে মিডিয়াকে জানান আন্দ্রে ব্রাগারের প্রচারক জেনিফার অ্যালেন।

তিনি জানান, অল্প অসুস্থতার পরেই আন্দ্রের মৃত্যু হয়। আন্দ্রে শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ''গ্লোরি'' ছবির মাধ্যমে তিনি বিনোদন জগতে প্রবেশ করেন। এই ছবিতে, তিনি মরগান ফ্রিম্যান এবং ডেনজেল ওয়াশিংটনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। হলিউডে কাজ পেতে তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেই সময়ে হলিউডে আফ্রিকান অভিনেতাদের জন্য নিজের স্থান তৈরি করা খুবই কষ্টের ছিল। আন্দ্রে ব্রাগার তাঁর এক সাক্ষাৎ-য়ে বলেছিলেন, তিনি কাজ পেতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে এত কিছুর মধ্যেও দর্শকদের মনে নিজের জন্য একটা সঠিক জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। ওয়েব সিরিজ ''হোমিসাইড: লাইফ অন দ্য স্ট্রিট''-এর সাতটি সিজনে ''ডেট'' চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। ''

ফ্রাঙ্ক পেম্বলটন'' চরিত্র দর্শকদের থেকে ব্যাপকভাবে প্রশংসা পেয়েছিল। ১১-বারের মনোনীত এবং দুবারের এমি বিজয়ী অভিনেতা আন্দ্রে ব্রাগার দর্শকদের খুবই প্রিয় ছিলেন।

বিজেপির রথযাত্রা ঘিরে উত্তপ্ত পুণ্ডিবাড়ি

পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে বিকশিত ভারত রথযাত্রা ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠলো এলাকা। বুধবার বিজেপির নেতা-কর্মীরা পুণ্ডিবাড়ি থানায় আটক থাকা বিকশিত ভারত রথযাত্রা বের করতে গেলে পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এর পরেই বিজেপির তরফে পুণ্ডিবাড়িতে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। সেই মিছিল পুণ্ডিবাড়ি থানার সামনে থেকে বের হয়ে হাইরোড মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে জমায়েত থাকা তৃণমূল কর্মী

দম্পতির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য চোপড়ায়

উত্তর দিনাজপুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় বাড়ির বারান্দায় বুধবার সকালে রহস্যজনক অবস্থায় এক দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

নিহতের বাবার দাবি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে প্রতিবেশীদের দাবি, ওই দম্পতি আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, নিহত দম্পতির নাম প্রকাশ রায় ও পুষ্প রায়। তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার সোনপুর বাজার, রামপাদা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তার আট বছরের একটি ছেলে রয়েছে।

বুধবার আগরতলায় আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

পোষ্য কুকুর হঠাৎ আপনাকে এড়িয়ে চলছে কি?

বাড়িময় দৌড়ে বেড়াবে, ছুটবে, খেলবে, বাড়ি ফিরলে কোলে আসবে তবেই তো পোষ্য চোখের মণি হয়ে উঠবে। অনেকেরই পোষ্যের সঙ্গে আলাদা সখ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ইদানীং কি পোষ্য আপনাকে এড়িয়ে চলছে কিংবা সারা ক্ষণ চুপচাপ থাকছে? তা হলে কিন্তু চিন্তার বিষয়। শরীরের পাশাপাশি পোষ্যের মনে এবং আচরণেও কিন্তু বদল আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে কথা বলে কারণ উদ্ধার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু ঠিক কোন কারণগুলির জন্য পোষ্য এমন করতে পারে? জানা থাকলে পোষ্যকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো সহজ হবে।

শারীরিক অসুস্থতা- শরীরের অন্দরে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিজের মুখে বলতে পারে না পোষ্যরা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শারীরিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। সেই কারণেও অনেক সময়ে আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে। শরীর খারাপ হলে শারীরিক স্ফূর্তিও কমে আসে। এমন হলে পোষ্যের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন। খাওয়ার পরিমাণ যদি আগের চেয়ে কমে গিয়ে থাকে, তা হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি।

মানসিক উদ্বেগ- শরীর খারাপের পাশাপাশি পোষ্যের মনেও কিন্তু কোনওসমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগে থাকলে এমন হতে পারে। জোরে কোনও শব্দ, পোষ্যের সঙ্গে বাকিদের আচরণ এবং আরও অনেক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে পোষ্যে। সেখান থেকেই জন্ম নিতে পারে ভয়। সেই ভয়ের কারণেই হয়তো আপনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে।

রুটিনের পরিবর্তন- পোষ্যদের রোজের রুটিনে কোনও বদল এলেও এমন সমস্যা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক চলার পর হঠাতপরিবর্তন এলে সমস্যায় পড়তে পারে পোষ্যরা। সেখান থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

অতীতের স্মৃতি- কখনও কোনও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সহজে ভুলতে পারে না পোষ্যরা। মাঝেমাঝেই অতীতের সেই স্মৃতি জেগে ওঠে। আপনার সঙ্গে পোষ্যের দূরত্ব বৃদ্ধির সেটাও একটি কারণ হতে পারে। খারাপ কোনও স্মৃতি যদি নতুন করে পোষ্যের মনে জাঁকিয়ে বসে, তা হলে অনেক সময়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। তবে কিছু দিন সময় দিলে পোষ্য ঠিক হয়ে যেতে পারে।

অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত লাগে?

অফিসের প্রচণ্ড ব্যস্ততায় তো বটেই, এমনকি ছুটির দিনেও ক্লান্ত লাগে সারা ক্ষণ। অনেকের ঘুম থেকে ওঠার পরেও সবচেয়ে বেশি ক্লান্তি ঘিরে ধরে। শরীরের উপর একটানা ধকল গেলে সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য দীর্ঘ বিশ্রাম কিংবা বিরতির প্রয়োজন হয়। তা না হলে শরীর কাহিল হয়ে পড়ে। শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে গেলেও অনেক সময় সারা ক্ষণ ক্লান্ত লাগে। তবে কারণ যা-ই হোক, ক্লান্তি দূর করতে খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিলেই এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। কোন খাবারগুলি নিয়মিত খেলে ক্লান্তি কেটে স্ফূর্তি আসবে শরীরে?

ড্রাই ফ্রুটস: শরীরের ক্লান্তি দূর করতে এক মুঠো ড্রাই ফ্রুট দারুণ কাজে দেয়। খিদে পেলে ভাজাভুজি না খেয়ে কাঠবাদাম, কিশমিশ,আখরোট, পেস্তা, খেজুরের মতো ড্রাই ফ্রুট খেতে পারেন। ১০০ গ্রাম ড্রাই ফ্রুটে ৩৫৯ ক্যালোরি থাকে। শরীরে আয়রনের চাহিদা মেটাতেও দারুণ উপকারী ড্রাই ফ্রুটস।

ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকোলেটে থেরোব্রোমাইন ও ক্যাফিন থাকে। শরীরে তাতণিক শক্তির জোগান দিতে এই দুই উপাদানের জুড়ি মেলা ভার। তাই ক্লান্ত লাগলে মুখে ডার্ক চকলেট পুরে দিলেই হবে মুশকিল আসান।

টকদই: বর্ষাকালেও গরমের হাত থেকে রেহাই নেই। একটু বাইরে বেরোলেই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। এই সময়ে পুষ্টিবিদরা টক দই খেতে বলেন। দইয়ে উপকারী শর্করা গ্যালাকটোজ আর ল্যাকটোজ থাকে। এই উপাদানগুলি শরীরে শক্তির চাহিদা মেটায়। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় দই রাখলে শরীর চাঙ্গা থাকবে।

ডিম: রোজের ডায়েটে ডিম রাখাও ভীষণ জরুরি। ডিম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রোটিনের ভাল উত। একটি ডিমে সাত গ্রাম ফ্যাট ও ৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর ডিম খেলে শরীরে স্ফূর্তি আসে।

জিমে না গিয়ে ঘরে বসেই কমবে ওজন

সারা বছর ওজন নিয়ে সচেতন থাকলেও, পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করেন অনেকেই। কঠোর ডায়েট, বাইরের খাবার খাওয়া থেকে শতহস্ত দূরে থাকা বাদ দেন না কিছুই। অনেকেই আবার পুজোর শপিং ছেড়ে জিমে গিয়েই কাটিয়ে দেন অনেকটা সময়। তাতে যে চেহারায় বিপুল পরিবর্তন আসে, এমনও নয়। উপরন্তু সময় নষ্ট।

রোগা হওয়ার জন্য সব সময়ে জিমে যেতে হবে, তার কোনও মানে নেই। বাড়িতে বসেও কয়েক দিনের মধ্যেই ওজন ঝরানো সম্ভব। শুধু মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম।

ভারী জলখাবার খাওয়া

সকালের খাবারের উপর নির্ভর করে সারা দিনের শরীরের হালচাল। রাতের খাবারের পর প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা পেট খালি থাকে। তাই সকালে তাড়াতাড়ি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। সঠিক সময়ে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাসে হজমশক্তির উন্নতি ঘটে। বাড়তি মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

পর্যাপ্ত ঘুম

গবেষণা বলছে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বডি মাস ইন্ডেক্স (বিএমআই) বেড়ে যেতে পারে। আর বডি মাস ইনডেক্স বেড়ে যাওয়ায় অর্থ ওজন বৃদ্ধি। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ছ'ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম পর্যাপ্ত হলে শুধু ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর। নিয়ন্ত্রণে থাকবে ওজন।

প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়া

ওজন কমানোর পথে প্রক্রিয়াজাত খাবার একটি বড় বাধা। ওজন কমাতে চাইলে এ ধরনের খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষত, প্রক্রিয়াজাত খাবারে ব্যবহৃত নানা উপাদান ওজন বাড়িয়ে তোলে ও নানা রকম শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া

ওজন ঝরাতে সব সময়ে ডায়েট করা জরুরি নয়। স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার খেয়েও কিন্তু মেদ ঝরানো যায়। তাই কার্বজাতীয় খাবার কম খেয়ে প্রতি দিন ফাইবার, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

গরম জলে স্নান করা

৩০ মিনিট শরীরচর্চা করলে যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ে, তা শুধু গরম জলে স্নান করেই পাওয়া যায়। শরীরচর্চা করার সময়ে শরীরে যে পরিমাণ তাপ উতন্ন হয়, গরম জলে স্নান করলেও তা পাওয়া সম্ভব। শরীরের ভিতরে উতন্ন এই তাপই দেহের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারে।

সবজি খেয়ে সুগার কমার বদলে বেড়েও যেতে পারে

ছোট থেকে সকলেই শুনেছেন যে তাজা শাকসবজির গুণ বেশি। রোগকে দূরে রাখতে গেলে পাতে শাকসবজি থাকা দরকার। এমনকী ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধও শাকসবজির মধ্যে লুকিয়ে। উচ্চে, করলা, ঢ্যাঁড়শ, ব্রকোলি, শসা, মুলোর মতো বিভিন্ন সবজি ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় উপযোগী। এগুলো ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ হয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। অনেক সময় সবজি খেয়েও আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন। এমন অনেক সবজি রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের রোগীদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যে সবজিতে স্টার্চ ও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের জন্য উপযুক্ত নয়। কোন-কোন আনাজ খেলে রক্তে সুগার লেভেল বাড়তে পারে, রইল তালিকা।

আলু: অনেকের মুখেই শুনেছেন নিশ্চয়ই, ডায়াবেটিসের রোগীদের আলু খাওয়া নিষিদ্ধ। আলুর গ্লাইসেমিক সূচক অনেক বেশি। এটি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বুঝেশুনে আলু খাওয়াই ভাল।

মিষ্টি আলু: সাধারণ আলুর চেয়ে রাঙা আলু বেশি উপকারী। কিন্তু রাঙা বা মিষ্টি আলুর মধ্যেও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের মিষ্টি আলুও সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। নাহলে বাড়তে পারে সুগার লেভেল।

ওল: গরম ভাতে সর্ষে দিয়ে মাখা ওল সেদ্ধ খেতে ভাল লাগে? কিন্তু খাবার ডায়াবেটিসের রোগীদের একটু এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। মাটির নীচের এই আনাজে স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এতে হঠাৎ শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। মিষ্টি আলুর মতো এটিও আপনার স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

কচু: মিষ্টি আলু, ওলের মতো কচুও মাটির নিচের ফসল। এই সবজিতেও স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এটি ইনসুলিনের মাত্রার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের সীমিত পরিমাণে কচু খাওয়া উচিত।

বিটরুট: মাটির নিচের সবজি বিটরুটও। এই সবজি পুষ্টিতে ভরপুর হলেও ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। যদিও বিটরুটের রস রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই অল্প পরিমাণে এটি খেতে পারেন।

কাঁচকলা: ডায়াবেটিসের রোগীরা পাকা কলা খেলেও, কাঁচকলা থেকে সাবধান। কাঁচকলার মধ্যেও ভরপুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু এতে স্টার্চের পরিমাণও বেশি। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

গাজর ও কড়াইশুঁটি: সুগার থাকা সত্ত্বেও রোজের খাদ্যতালিকায় গাজর, কড়াইশুঁটি থাকে? এগুলো স্বাস্থ্যকর সবজি, গ্লাইসেমিক সূচকও কম। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের এগুলো কম পরিমাণে খাওয়া উচিত।

শরীর চাঙ্গা করতে একমাত্র ভরসা লালআঙুর

ফল খাওয়া শরীরের জন্য জরুরি। আর এই পুষ্টিকর ফলের তালিকায় রয়েছে আঙুর। তবে শুধু আঙুর খেলেই হবে না, বেছে নিতে হবে তার রঙও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্ত আঙ্গুরের মধ্যে লাল রঙের আঙ্গুর সবচেয়ে পুষ্টিকর। লাল আঙুরের রয়েছে বেশ ভরপুর পুষ্টি। ইউরোপের দেশগুলোতে লাল আঙুর বেশি জনপ্রিয়। তা থেকেই তৈরি হয় রেড ওয়াইন। কিন্তু ভারতে লাল আঙুরের প্রচলন কম। মানুষ এই আঙুর সম্পর্কে খুব একটা জানেনও না। কিন্তু লাল আঙুর এক কথায় গুণের খনি। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট,ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন। এছাড়া এক কাপ লাল আঙুরে রয়েছে ৫২ ক্যালরি, ১ গ্রাম প্রোটিন, ০ গ্রাম ফ্যাট, ১৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১ গ্রাম ফাইবার। এই বিশেষ আঙুরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি বহু রোগের ঝুঁকি কমায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক লাল আঙুরের উপকারিতা সম্পর্কে। নিয়মিত লাল আঙুর খেলে হার্ট সংক্রান্ত সব ধরনের জটিলতা দূর হয়। লাল আঙ্গুরে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রক্তনালীগুলিকে শিথিল করে এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীতে যেকোনো ধরনের প্রদাহ কমায়। এতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ-

লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটি রক্তে শর্করা বাড়ায় না বরং কমায়। কারণ লাল আঙুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই কম। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি ব্লাড সুগার বাড়াতে দেয় না।

ওজন কমাতে—

যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের জন্য লাল আঙুর খুবই উপকারী। লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে যা খিদে কমিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে জল রয়েছে থাকে যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের লাল আঙ্গুরের রস পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

তুমি একটি গোলাপি ইস্টেশান

সুনীল কুমার মোদক

তুমি একটি গান্তব্যের প্রতিক্ষীত ইস্টেশান
আমি প্রতীক্ষায় আছি কয়েকটি বছর ধরে।
তোমার হাতল ধরব
খুলে রাখব জানালা,
জানালার ওপারে রঙিন ঘর বাড়ি।
তোমার গহবরে আমি একা।
তুমি গতিময় হয়ে যাচ্ছ, বুঝতে পারছি তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস --
তোমাকে দেখছি আর লাগাতার অভিজ্ঞান হয়েই
চলেছি,--তুমি প্রকৃতি হলে
বেষ্ঠন করি বৃক্ষ শতদল।
আমি স্পর্শ করি তোমার উড়ন্ত কুন্তল
ভালবাসার আগুন, তোমাকে ঘিরে একটি আগুন বলয়।
(২)

বেশ ছিল কয়েকটি শালতামি
তোমার মধ্যে একটি বয়নমুদ্রা আমি।
স্তুতি গান লিখে লিখে
জানিয়েছি প্রস্তাব --আমি তোমার।
যা প্রকাশিতব্য, অনায়াসে জানিয়ে দিয়েছ
সম্মতি --তবুও সংশয়।
চাহিদা বাড়িয়ে রাখ প্রতিদিন।
আমি কতটা লোভী?
কতটা স্থায়িত্ব চেয়েছি?
স্পষ্ট তোমার ছবি, রঙিন বিস্ময়!
ছুঁলেই ফেটে যায় ফানুস --আমি দুরবর্তী
একটি অস্থায়ী আগুন বলয়।
আমাকে বঞ্চিত কর, আমি পলাশের অধিবাসী।

দেবাশিস তেওয়ারী'র তিনটি কবিতা

নশ্বর

বহুদূরে ধোঁয়া উড়ছে, ধোঁয়ার ভিতর থেকে
পোড়ামাংসের ঘ্রাণ
নাকে এসে ঠেকেছে জোছনায়।

আর পোড়া চন্দ্রিমার আলো
শতচিতা সমাপন করে
শুয়ে আছে গঙ্গার হাওয়ায়।

তাকিয়ে থেকেছে খোলা চোখ

গতরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গ্যাছে।
যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা কোনও অশরীরী
নারীর প্রণয়
শরীর ছাপিয়ে দিয়ে গেল।

ভূর্জপত্র আবেদনটুকু
সহসা জানিয়ে গেল বাতাসের অধরা ইঙ্গিতে
গায়ে হালকা শীত শীত
ঘুম ঘুম আবেশ জড়ানো।
এর মধ্যে সচকিতে স্নানও
সেরে নিয়ে তাকিয়ে থেকেছি ঊর্ধাকাশে
মুক্তহস্তে উড়িয়েছি পায়রার পালক
তখনও ঘুমের ভাব কেটে যায়নি পুরোপুরি, তবু
তাকিয়ে থেকেছে খোলা চোখ।

সমগ্র রহস্যে আজ

যে রহস্য নিয়ে আমি অধিকন্তু মর্মবিচারিণী
বিনিদ্র জেগেছি রাত্রে, দুই চোখ মলিনতাহীন
সমগ্র কপটবস্ত্র রোদ্দুরে ভাসাতে গিয়ে দেখি
বিবর্ণ রোদ্দুর তার দিন

শতছিদ্র আয়েসের বর্ণনাকুটিল দীপ্ত হাতে
কেবল জ্বলেছে ডানা, পুড়ে যাওয়া রোদ্দুর প্রভাতে
বিনিদ্র রজনী এসে মিশে গ্যাছে বাহুর মায়াতে
এই বারতা পৌঁছে দিই রাতে

ঘুচে যায় অন্ধকার, কাল-রক্ত পরার্থে প্রকাশ
সমগ্র রহস্যে আজ পেয়ে গেছি জাতীর আশ্বাস !

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন খাবার রোজ খাবেন?

রক্তচাপ বেড়ে গেলে বাড়তি সতর্কতা মেনে চলতে হয়। উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়লে প্রতিদিন ওষুধ খেতেই হবে। একদিনও ওষুধ বাদ দিলে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপই হৃদরোগ ডেকে আনে। তবে, শুধু খেয়েই যে রক্তচাপকে বশে রাখা যায়, তা নয়। খাওয়া-দাওয়ায় খুব বেশি হেরফের না হলেও, কাঁচা নুন খাওয়ার প্রতি রাশ টানেন অনেকেই। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা যাতে হেরফের না হয়, তার জন্যই খাবারে নুনের পরিমাণ কমানো দরকার। তবে, শুধু নুন খাওয়া কমালেই হবে না, জাঙ্ক ফুডের প্রতিও আসক্তি কমাতে হবে। কিন্তু কোন খাবার রোজ খেলে রক্তচাপের সমস্যা বশে থাকবে, জানেন?

উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে লাইফস্টাইলে বদল আনতে হবে। বেশ কিছু খাবার যেমন ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, একইভাবে, কিছু খাবার যোগও করতে হবে। হাইপারটেনশনের ডায়েটে তাজা ফল, শাকসবজি থাকেই। কিন্তু দই রাখেন কি? দই হল এমন একটি খাবার, যা উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপের সমস্যায় উপযোগী দই। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এপিডিমায়োলজি ও লাইফস্টাইলে ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, যেসব মহিলা সপ্তাহে পাঁচ বা তার বেশি বার দই খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কম। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তাই দই খেয়ে আপনি এই স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারেন।

রোজের ডায়েটে দই রাখলে এটি একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রদান করে। দইয়ের মধ্যে ভিটামিন বি১২, ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। তাছাড়া এই খাবার প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস। যদিও দই জনপ্রিয় এর প্রোবায়োটিক উপাদানের জন্য। দই খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

তবে, দই সরাসরি উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না। দইতে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপযোগী। এছাড়া দইতে ক্যালশিয়াম থাকে, যা মাংসপেশি গঠনে এবং হার্টের পেশির জন্য ভাল। দই খাওয়ার উপকারিতা হল, এটি ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেহেতু ওবেসিটি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তাই ওজন কমিয়ে আপনি এই রোগের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন। এভাবেই দই হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে উপযোগী। কিন্তু আপনাকে লো-ফ্যাট দই খেতে হবে। দইতে কোনও চিনি মেশালে চলবে না। রোজ একবাটি করে দই খেলেই আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অংশীদার বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৩।।বাংলাদেশ ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অংশীদার বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। তার মতে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটি উঠে এসেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আগামী দিনে আরও সুসংহত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) ভারতীয় হাইকমিশনে বাংলাদেশের কনস্যুলার কর্পস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এশিয়ান এজের চেয়ারম্যান শোয়েব চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হাইকমিশনার এ মন্তব্য করেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রণয় ভার্মা ও শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে মতবিনিময় করেন। ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (আইবিসিসিআই) সহ-সভাপতি শোয়েব চৌধুরী, ১৯৭১ সালের চেতনায় শক্তিশালী হওয়া দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন তুলে ধরেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশকে যে সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছিল সে জন্য তিনি প্রণয় ভার্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ উচ্চ মাত্রায় বাড়ছে, যা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ভারসাম্যকে শক্তিশালী করেছে।

বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে মৃত ৩, আহত একাধিক

বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল। বুধবার স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত বেশ কয়েকজন। উদ্ধারকাজে বর্ধমান জিআরপি ও আরপিএফ। ঘটনাস্থলে বর্ধমান থানার পুলিশও পৌঁছয়। ঘটনার জেরে এক,দুই, তিন ও চার নম্বরে এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল। বাকি প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে ধীর গতিতে চলছে ট্রেন।

জানা গিয়েছে, ১৫ হাজার ৮০০ গ্যালনের বিশাল জলের ট্যাঙ্কটি রাখা ছিল বর্ধমান স্টেশনের ২ এবং ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপরে। আচমকাই সেটি ভেঙে পড়ে নিচে। এদিকে প্ল্যাটফর্মে সেই সময় বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের গায়ের উপরই গিয়ে পড়ে সেটি।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ দুই এবং তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে একটি ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। দুটি স্টেশনে ট্রেন ধরার অপেক্ষায় সেই সময় প্রচুর যাত্রী অপেক্ষারত ছিলেন। গাদাগাদি ভিড় ছিল গোটা স্টেশন চত্বর জুড়ে। স্টেশনের বিদার শেডের উপর সেটি এসে পড়ে। তার তলায় একাধিক যাত্রী ছিলেন। একাধিক যাত্রীর মাথার উপর এসে ভেঙে পরে ওই শেডের একাংশ। ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন একাধিক যাত্রী।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মোহন যাদব, উপ-মুখ্যমন্ত্রী হলেন জগদীশ ও রাজেন্দ্র

ভোপাল, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বিজেপি নেতা মোহন যাদব। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপি নেতা জগদীশ দেবদা এবং রাজেন্দ্র শুক্লা। বুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ ভোপালের মোতিলাল নেহরু স্টেডিয়ামে মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন মোহন যাদব, একইসঙ্গে এদিন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপি নেতা জগদীশ দেবদা এবং রাজেন্দ্র শুক্লা। সকলকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মঙ্গুবাঈ সি প্যাটেল।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-সহ বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। শপথগ্রহণের পর মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে সবাই অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানিয়েছেন।

শিবরাজ যখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তখন মোহন ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। উজ্জয়িনী জেলা থেকে তিন বার বিধায়ক হয়েছেন। পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রবেশের ১০ বছরের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি। রাজ্যের বিদায়ী শিক্ষামন্ত্রী নিজেও উচ্চশিক্ষিত। মোহন বিজ্ঞানে স্নাতক। তার পর আইন নিয়ে পড়াশোনা করে এলএলবি পাশ করেছেন। পিএইচডিও করেছেন তিনি। মধ্যপ্রদেশে বিপুল ভোটে জয়ের পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য ভেসে উঠেছিল একাধিক নাম। শোনা যাচ্ছিল, চার বারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের পরিবর্তে নতুন মুখেই ভরসা রাখতে চায় বিজেপি। কিন্তু এক বারের জন্যও শোনা যায়নি মোহনের নাম। মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য উঠে এসেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর, প্রহ্লাদ পটেলের নাম। শোনা গিয়েছিল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের নাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, দলের রাজ্য সভাপতি বিষ্ণুদত্ত শর্মার নামও ছিল আলোচনায়। শেষ পর্যন্ত সকলকে পিছনে ফেলে দেন মোহন।

চার বারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের তুলনায় রাজনীতিতে অনেকটাই নবীন মোহন। ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত উজ্জয়িনী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ছিলেন মধ্যপ্রদেশ রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম বার ভোটে জেতেন মোহন। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও জয়ী হন তিনি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক মহলে ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে মোহনের। ২০২০ সালে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিধায়কদের নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। মধ্যপ্রদেশে পড়ে যায় কংগ্রেসের সরকার। আবার ক্ষমতায় আসে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হন শিবরাজ। দু'বারের বিধায়ক মোহনকে মন্ত্রিসভার বাইরে রাখতে পারেনি বিজেপি। শিবরাজের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী হন মোহন।

আমেরিকার একটি মদ কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন লিওনেল মেসি

মিয়ামি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকার একটি মদ কোম্পানির অ্যাম্বাসেডর হলেন ইন্টার মিয়ামির তারকা লিওনেল মেসি। এই মদ কোম্পানিটির সঙ্গে মেসির চুক্তির সম্পর্কটা নতুন কিছু নয়। এই কোম্পানির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন আগেও। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই মেসি এই বিখ্যাত মদ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবার সেটির অ্যাম্বাসেডর হয়ে অফিসিয়াল প্রতিনিধি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এর আগে মেসি বার্সেলোনায় থাকাকালীন ১৬০ জন গোলরক্ষককে ৬৪৪ বোতল মদ পাঠিয়েছিল কোম্পানিটি। তাতেই খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকায় এই মদ কোম্পানিটি অফিসিয়াল বিয়ার স্পনসর হবে। সামাজিক মাধ্যমে কোম্পানিটি জানিয়েছে, 'আমরা ঘোষণা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত যে, লিও মেসি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৪ সাল

প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের বাড়িতে আয়কর হানা, আরও নানা ঠিকানায় চলছে তল্লাশি

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক এবং কাউন্সিলর সোহরাব আলির বাড়িতে হানা দিলেন আয়কর দফতরের গোয়েন্দারা। রানিগঞ্জের প্রাক্তন ওই বিধায়কের আসানসোলের বাড়িতে বুধবার ভোরে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা হানা দেন। এছাড়াও পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, রায়গঞ্জ থেকে কলকাতা একাধিক জায়গায় আয়কর দফতরের অভিযান চলছে। এ ছাড়া বার্নপুরের ধরমপুরে একাধিক বাড়িতে আয়কর হানা চলছে।

রানিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়কের বার্নপুরের রহমতনগরে দু''টি বাড়িতে অভিযান চলছে। ভোর ৫টা থেকে তাঁর বাড়ির বাইরে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সোহরাব ছাড়াও বার্নপুরের আরেক লোহা কারবারি এবং প্রোমোটার ইমতিয়াজ আহমেদ খানের অফিস এবং বাড়িতে, আসানসোলের এক লোহা এবং বালির কারবারি সকাল থেকে আয়কর হানা চলছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে আসানসোল আরপিএফের দায়ের করা রেলের লোহার যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগ ওঠে সোহরাবের বিরুদ্ধে। তখন তিনি বিধায়ক। চুরির ওই মামলা চলে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। ২০১৫ সালে বিধায়ক থাকাকালীন ওই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হন তিনি। এক দিনের জেল হয় এবং ওই দিনেই জামিনে মুক্ত হন তিনি।

কলকাতায় ফের লরির দৌরাত্ম্য! বাড়ির ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পুলিশ কনস্টেবলের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মহানগরী কলকাতায় ফের বেপরোয়া লরির দৌরাত্ম্য! বুধবার ভোররাতে লরির ধাক্কায় মোটরবাইক থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন এক পুলিশ কনস্টেবল। নাইট ডিউটি করে ফিরছিলেন ওই কনস্টেবল। তখনই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত পুলিশ কনস্টেবলের নাম-অভিজিৎ চক্রবর্তী।পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার ভোররাতে নাইট ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন পশ্চিম বন্দর থানার কনস্টেবল অভিজিৎ চক্রবর্তী। বাইকে করে অভিজিৎবাবু যখন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে আসেন, তখন উল্টোদিক থেকে আসা একটি মালবোঝাই লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় পড়ে গেলে, লরির চাকা অভিজিৎবাবুর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই পুলিশ কনস্টেবলের। পুলিশ এখনও ধাতক লরিটিকে ধরতে পারেনি। ধাতক লরিটির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

দিল্লির আলিপুরে চিতাবাঘের শাবকের দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লির আলিপুরে উদ্ধার হল চিতাবাঘের এক শাবকের দেহ। বুধবার ভোরে দিল্লির আলিপুরের খাটুশ্যাম মন্দিরের কাছে জাতীয় সড়ক ৪৪-এ একটি চিতাবাঘের শাবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ এদিন এই তথ্য জানিয়েছে। ভোর ৪টে নাগাদ এ সংক্রান্ত একটি ফোন পায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘের শাবকের মৃতদেহ খুঁজে পায়। সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রাঘ্য শাবকের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ আধিকারিক জানান, পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বন বিভাগকে জানানো হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে খুন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, অভিযুক্তরা পলাতক

ইটাহার, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বচসার জেরে উত্তর দিনাজপুরে ছুরিকাহত হয়ে খুন হলেন এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অন্তর্গত ইটাহার থানার ফতেপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম তন্ময় সরকার। তার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি থানার দেওখণ্ডা গ্রামে। শ্বশুরবাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মঙ্গলবার কুশমন্ডি থেকে ইটাহার এসেছিলেন তন্ময়। মঙ্গলবার রাতে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় তন্ময়কে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তন্ময়ের পিঠের নীচে ছুরির আঘাত লেগেছিল।

ক্ষত এতটাই গভীর ছিল যে ফুসফুস ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর পর চিকিৎসকেরা হাজার চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। খবর পেয়ে ফতেপুর সহ সাহাভিটা এলাকায় যায় ইটাহার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে বচসার জেরেই এই ঘটনা। অভিযুক্তরা এখনও পলাতক।

তন্ময়ের শ্বশুর স্থানীয় তৃণমূলের নেতা। তন্ময়ের শ্বশুর দেবকুমার সরকার বলেছেন, "আমার জামাই সাহাভিটা এলাকায় আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল। সেখানে এলাকার কিছু যুবকের সঙ্গে তন্ময়ের বচসা হয়। তবে বিষয়টি শান্ত ছিল। কিন্তু হঠাৎ শুনছি কয়েক জন আমার জামাইকে ফলেপুর এলাকায় আটকে মারধর করছে। চাকু মেরেছে। ইটাহার থানার পুলিসকে বিষয়টি জানিয়েছি।"

বুধবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করে সমর্থকরা। ছবি- নিজস্ব

সন্ত্রাসে অর্থ যোগান মামলা : কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে অভিযানে এসআইএ

শ্রীনগর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা - এসআইএ। সন্ত্রাসে অর্থ যোগান মামলায় বুধবার এই অভিযান চালায় এসআইএ। তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ এবং কুলগাম জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে এদিন অভিযান চালানো হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর সহযোগিতায় এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এখনও পর্যন্ত এসআইএ টিমের এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মোহন যাদবকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী শিবরাজ, বললেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন

ভোপাল, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বুধবার শিবরাজ বলেছেন, নতুন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন।

বুধবার সকালে ভোপালের স্মার্ট পার্কে চাড়া গাছ রোপণ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'নতুন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন, এ বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।'

নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, নতুন মুখ্যমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন। তাঁর জন্য শুভ কামনা রইল।' প্রসঙ্গত, বুধবার মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডঃ মোহন যাদব। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-সহ বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।

৮-ঘন্টার প্রয়াসে মিলল সাফল্য, ওডিশার সম্বলপুরে নলকূপে পড়ে যাওয়া শিশু উদ্ধার

সম্বলপুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ ৮-ঘন্টার প্রয়াসের পর মিলল সাফল্য। ওডিশার সম্বলপুর জেলায় গভীর নলকূপে পড়ে যাওয়া শিশুকে মঙ্গলবার গভীর রাতে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করার পর ওই শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সম্বলপুর জেলায় রেঙ্গালি এলাকার লারিপালি অঞ্চলের ঘটনা। মঙ্গলবার দুপুরে শিশুটির কান্না শুনতে পান স্থানীয়রা, এরপরই প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।

দমকল বাহিনী প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালানোর চেষ্টা করে। পরে অন্যান্য উদ্ধারকারী দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। নলকূপের পাশে একটি গর্ত খনন করা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্বাস্থ্য আধিকারিকদের একটি দলও। দমবন্ধ হওয়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে উদ্ধারকারীরা একটি পাইপের মাধ্যমে বোরওয়েলে অক্সিজেন পাম্প পাঠান। ঠান্ডা থেকে শিশুকে বাঁচাতে ও নলকূপের ভিতরে উষ্ণতা নিশ্চিত করার জন্য একটি ফিলামেন্ট বাল্ব ভিতরে পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে ভুবনেশ্বর থেকে ভিকটিম লোকেশন ক্যামেরা আনার পর, আট ঘণ্টার কঠিন অপারেশনের পর শিশুটিকে নিরাপদে বোরওয়েল থেকে উদ্ধার করা হয়।

ভারতীয় টেনিসকে পথ দেখানো কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজের আগামীকাল ৭০-তম জন্মদিন

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজয় অমৃতরাজ ভারতীয় টেনিসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।তার অবদান ভারতীয় টেনিস কোনদিনই ভুলতে পারবে না। ভারতীয় টেনিস আজ যে জায়গায় তার কৃতিত্ব অবশ্যই পাবেন বিজয় অমৃতরাজ। তার হাত ধরেই তো আমরা পেয়েছি ভারতীয় টেনিসের রত্ন লিয়েন্ডার পেজকে। তাকে নিয়ে ভারতীয় টেনিসে রয়েছে অনেক ইতিহাস, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাকে নিয়ে বলে শেষ করা যাবে না। আজকের দিনে তিনি চেন্নাইয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ তার ৭০তম জন্মদিন।

আন্তর্জাতিক টেনিসে অমৃতরাজকে সাফল্যের নিরিখে মাপতে গেলে ভুল করা হবে। তার প্রতিভা এবং দক্ষতা যা ছিল তাতে তার টেনিসজীবন আরো উজ্জ্বল হতে পারত। জীবনে ১৫টি খেতাব জিতেছেন। ৭০ দশকে তিনিই একমাত্র টেনিস খেলোয়াড় যিনি টেনিসকে পেশা হিসাবে নেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। এরপর তার পথ ধরেই অনেকেই টেনিসকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। কিন্তু সিঙ্গলসের ক্রমতালিকায় অমৃতরাজকে কেউই ছাপিয়ে যেতে পারেননি। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে হয়ে ছিলেন বিশ্বের ১৮ নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড়। এখনও পর্যন্ত ভারতের তো বটেই এশিয়ারও এটাই সেরা সিঙ্গলস র‍্যাঙ্কিং। ভারতকে দু'বার ডেভিস কাপের ফাইনালে তুলেছেন এবং ১৯৮৭ সালে ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে খেলে ছিলেন। অমৃতরাজ ভারতীয় টেনিসকে পেশাদার দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অবসর নেওয়ার পর তিনি ভারতের টেনিসের উন্নতির জন্য তরুণদের তুলে আনতে অ্যাকাডেমি তৈরি করেছিলেন। আর অমৃতরাজের সেই অ্যাকাডেমির সেরা ফসল লিয়েন্ডার পেজ। বিশ্ব টেনিসে কোর্টের বাইরেও অমৃতরাজের অবদান উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জও। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই বিশ্বসংস্থার শান্তির দূত। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বিজয় অমৃতরাজ ফাউন্ডেশন। যে সংস্থার প্রধান কাজ ছিল সমাজসেবা। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে তিনি টেনিসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন।

চেষ্টা করছেন ভবিষ্যতের টেনিস তারকাদের তুলে আনতে। তার এই নিরলস অবদানকেই আইটিএফ অর্থাৎ বিশ্ব টেনিসের নিয়ামক সংস্থা স্বীকৃতি দিয়েছে। আইটিএফের হল অব ফেমের পক্ষ থেকে প্রতি বছর এক জনকে দেওয়া হয় গোল্ডেন অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার। টেনিস কোর্ট এবং কোর্টের বাইরে খেলার প্রসার, উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি এই বিশেষ পুরস্কার। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ২০২১ সালে যা পেয়েছিলেন অমৃতরাজ। তাছাড়া ভারত সরকার তাকে ১৯৮৩ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করেছিলেন।

বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে রেডিওলজি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলনের। ছবি- নিজস্ব।

কৃষকদের পাশে দাঁড়ালো এইচডিএফসি এরগো

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। এইচডিএফসি ERGO ভারতের বেসরকারী সেক্টর জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ধলাই, গোমাটি, খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ জেলায় লোন এবং নন-লোন কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিওওয়াই) বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।পিএমএফবিওওয়াই স্কিম ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, অসময়ের বৃষ্টি, মেঘ বিস্ফোরণ, আগুন প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ফসলে কৃষকদের বিমার সুবিধা প্রদান করে। ফলনের ক্ষতি নির্ধারণ করতে, রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করবে এবং প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলে ফসলের উপর ফসল কাটার পরীক্ষা (সিসিই) করবে। যদি সিসিই-এর উপর ভিত্তি করে ফলন ডেটা কম বলে উপসংহারে আসে, তাহলে কৃষকদের তাদের ফল নে ঘাটতি হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে এবং কৃষকদের টাকা দেওয়া হবে।এই স্কিমটি সমস্ত পর্যায়ের জন্য বীমা প্রদান করে যার মধ্যে রয়েছে প্রাক-বপন, ফসল কাটা এবং ফসল কাটার পরে ঝুঁকি। পিএমএফবিওওয়াই প্রকল্পের অধীনে সমস্ত প্রোডাক্ট ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত। ধলাই, গোমতি, খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা, উনাকোটি এবং সিপাহিজালাকান জেলার কৃষকরা তাদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক, তাদের জেলার কমন সার্ভিস সেন্টারে (সিএসসি) গিয়ে বা বীমা পাওয়ার জন্য অনুমোদিত এইচডিএফসি ক্টওঞ্জ এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কমন ফেসিলিটি সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়,১৩ ডিসেম্বর।। বিশালগড় , নারাউড়াস্থিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসরের অঙ্গ হিসেবে আজ আশ্রমের নবনির্মিত নাটমন্দিরে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন , সনাতন ধর্ম আমাকে ভালবাসতে শেখায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু ধর্মের প্রতিটি প্রাচীন মন্দির সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ধর্ম আমাদের বিভেদ মুছে একসাথে চলার বার্তা দেয়। মানব রক্তের বিকল্প নেই। রক্ত উৎপাদন করার কারখানা বিজ্ঞান এখনো তৈরী করতে পারে নি।রক্ত দান আসলেই একটি ব্যতিক্রমী ভাবনা । রক্তদানের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয় মানবতার বন্ধন।তিনি এই ধরনের শিবির প্রতিবছর সংগঠিত করার পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন , সনাতন ধর্ম মানে প্রেমের ধর্ম। ধর্ম আমাদের মানবতার বার্তা দেয়। বিদ্বেষ - হানাহানি মুছে এক সাথে চলতে শেখায় ধর্ম। তাছাড়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক বন্ধুগৌরব ব্রমচারী মহারাজ সনাতন ধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঐদিন বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে নবনির্মিত কমন ফেসিলিটি সেন্টারের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় , বিধায়ক সুশান্ত দেব প্রমুখ। এ জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৬৯ টাকা। শিবিরে ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী, আইনজীবী নিতাই চৌধুরী , সংগঠনের আগরতলা সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় ,জি বি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক গৌতম ভৌমিক, প্রমুখ।

পূর্ণ মগ

● প্রথম পাতার পর

আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু দুই সরকারি আইনজীবী শ্যামল দাস এবং নির্মল দাস অভিযুক্তদের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন। আদালত দুই পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শুনে বিচারপতি ফের অভিযুক্ত কাঞ্চনপুর থানার এসআই পূর্ণ মগকে দুই দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি সাংসদের পদ কেন খারিজ হবে না, মহুয়ার প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন তৃণমূলের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর, (হি.স.):সংসদে অনুপ্রবেশ জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। যাঁর কাছ থেকে চিরকুট নিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ভেতরে ঢুকল, তাঁর সাংসদ পদ কেন খারিজ করা হবে না? বুধবারের ঘটনার পর, এই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, "সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ করেছে এই সংসদ। বলা হয়েছিল তিনি লগ-ইন আইডি শেয়ার করেছেন। জাতীয় নিরাপত্তা লংঘন করা হয়েছে তাতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করে আধঘন্টা আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সদস্যপদ খারিজ করা হয়েছে। আজ এই সংসদে জনৈকের অনুপ্রবেশের পর কী বলবে ভারতীয় জনতা পার্টি ও কেন্দ্রীয় সরকার?"

শশী পাঁজা বলেন, "যাঁরা আজ সংসদের কক্ষে ঢুকে পড়লেন, তাঁরা বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিম্বার থেকে পাস নিয়েছেন। আজ ভারতীয় জনতা পার্টিকে বলতে হবে তাঁদের সাংসদকে তাঁরা বহিষ্কার করবেন কি না!

জুলাইয়ে

● আটের পাতার পর

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গড়ে তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে এই টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দরজা খুলে দিয়েছে বলে জানানো হয়। তাছাড়া বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিভাগে ডিগ্রি লাভ করার পর সঠিক প্লেসমেন্ট নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানে এই ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের প্লেসমেন্টের গ্যারান্টি দিচ্ছে। ইউনিভার্সিটি কর্মকর্তাদের কথামতো রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই ইউনিভার্সিটি এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে তারা আশাবাদী। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যে শুধুমাত্র একটি ইউনিভার্সিটি ছিল। এখন কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি, এমবিবি ইউনিভার্সিটি, ইকফাই ইউনিভার্সিটি, এখন নতুন করে আরো দুটি ইউনিভার্সিটি আরিয়াভার্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি আত্মপ্রকাশ করল। দেশের নয়া শিক্ষানীতিকে অবলম্বন করে রাজ্যের ইউনিভার্সিটি গুলি এগিয়ে চলেছে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

পাকড়াও করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেন নীলম নামে এক মহিলা। বছর ৪২-এর নীলম সিভিল সার্ভিস এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু, কেন এরকম একটা ঘটনায় তিনি জড়িয়ে গেলেন ? এ নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো।

BA, MA, BEd, MEd, CTE, MPhil and NET যোগ্যতা রয়েছে। একাধিকবার বেকারত্বের ইস্যু তুলেছে। এমনকী কৃষক আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিল নীলম। ওর ছোট ভাই এ কথা জানিয়ে বলে, 'আমরা জানতামও না যে ও দিল্লি গেছে। আমরা জানতাম, ও পড়াশোনার জন্য হিসারে রয়েছে। গত পরশুই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

মেয়ের উদ্বেগের কথা শোনালেন হরিয়ানার জিন্দে বসবসকারী নীলমের মা। তিনি বলেন, 'নীলম বেকারত্ব নিয়ে চিন্তিত ছিল। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কিন্তু, ও দিল্লির বিষয়ে কখনও কিছু বলেনি। মেয়ে আমার কাছে আক্ষেপ করত এত উচ্চশিক্ষিত হয়েও কোনও চাকরি নেই। তাই মরে যাওয়াই ভাল।'

আত্মসাৎ-এর চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

হলেও পরবর্তীতে হঠাৎ সেই দিনক্ষণ পরিবর্তন করে আজ একটি বেসরকারি হোটেলে ডাকা হয়।

পূর্ব সৈনিক সিকিওরিটিজ লিমিটেড নামের এই সংস্থায় ইন্টারভিউ দিতে মঠ চৌমুহনী এলাকার একটি হোটেলে আসে তারা। আসার পর সেই কোম্পানির কর্মকর্তারা গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরে চাকুরী দেবার জন্য তাদের কাছে থেকে মোটা অঙ্কের দাবি করে বলে জানান চাকুরীপ্রার্থী কয়েকজন যুবক যুবতি। এই ব্যাপারে তাদের বক্তব্য আবেদনের সময় সিকিউরিটি গার্ড এবং ডাটা এন্টি অপারেটর পদে চাকুরী দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই সংস্থা। আকস্মিকভাবে দপ্তর পরিবর্তন অন্যদিকে চাকুরীর নামে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি।

যদিও সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এক কর্মকর্তা আনিশ কুমার জানিয়েছেন গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরে আউট সোরসিং এর মাধ্যমে দেওয়া হবে চাকুরী। তবে চাকুরীর নামে কেন টাকা চাওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে তিনি কিছুই বলতে পারেন নি। ঘটনায় চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এধরনের প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহন করুক, দাবি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের।

জট

● প্রথম পাতার পর

বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ১৭টি বিষয়কে লিফলেটের আকারে তুলে ধরে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাবেন প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

এদিন শ্রী সাহা বলেন, বিজেপি জোট সরকার রাজ্যে অপরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। নেশার সাম্রাজ্য ভাসছে ত্রিপুরা। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার কথা বলে সারা রাজ্য জুড়ে নেশাগ্রস্ত যুবক যুবতীদের শাসকদলে আশ্রিত করে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত করছে তাঁদের।তাঁর দাবি, নেশায় আসক্ত হয়ে প্রতিদিন গড়ে ৫ জন রোগীর এইচ আই ভি শনাক্ত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় আত্মহত্যার খেলা চলছে। সারা দেশের সাথে এই রাজ্যে আত্মহত্যার নিরিখে প্রথম সারির রাজ্যের মধ্যে একটি। রাজ্যে দিনে ২-৩ জন আত্মহত্যা করছেন।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

মতবিনিময়ের সময় ড্রাগন ফল ও আনারস চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার উপরও রাজ্যপাল গুরুত্বারোপ করেছেন। তাছাড়াও রাজ্যপাল স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের প্রাতিষ্ঠানিক সন্তান প্রসবে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেন। আধিকারিকদের সাথে এই বৈঠকে রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, কুমারঘাট ও কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সুধাংশু

● আটের পাতার পর

মোদির দিশায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সুদক্ষ পরিচালনায় রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ২০১৮ সালের পর থেকে জনকল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, প্রধান সচিব বি এস মিশ্র এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড় নীরজ কুমার চঞ্চল। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ বিভিন্ন সুবিধাভোগীর হাতে টাকার চেক ও বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন।

ক্ষোভ

● আটের পাতার পর

নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। পরবর্তী সময় অর্থাৎ আজ বুধবার এলাকার মানুষজন দিনের পর দিন চুরি বাড়তে থাকায় দীঘল বাগ ৩নং ওয়ার্ডের দেবু নাথকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিলে দেবু নাথ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। সাধারণ মানুষ তাদের হাতে আটক দেবুকে থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সচেতন মানুষ এখন আর পুলিশ কখন ধরবে তার উপর অপেক্ষা না করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে নিজেরাই তল্লাশি জারি রেখে আসামিদের ধরতে এগিয়ে এসেছে। যা একটি পরিণত সভ্য সমাজ সচেতন মানুষের লক্ষণ বলে বিজ্ঞ মহলের উক্তি।

ট্যাঙ্ক ভাঙলে ক্ষতি বিপুল তাও পর্যাপ্ত সতর্কতা নেই

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর, (হি.স.): বর্ধমান জংশনে বড়সড় দুর্ঘটনা। এবার প্ল্যাটফর্মের উপরেই যাত্রীদের মাথার উপর ভাঙল জলের ট্যাঙ্ক। হতাহত হয়েছেন কয়েকজন। জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে বিপর্যয়ের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে এ রাজ্যে আরও ঘটেছে। কারও সাজা হওয়ার খবর মেলেনি। অনেকের অনুমান, হয়ত কড়া দায়বদ্ধতায়এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বালাই না থাকায় ট্যাঙ্ক তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ঠ সতর্কতা নেওয়া হয় না। নিম্নমানের সামগ্রী ও পরিকল্পনার অভাবে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ট্যাঙ্কগুলো।কয়েক মাস আগে বাঁকুড়া জেলার নিকুঞ্জপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চুরামনিপুর গ্রামেভেঙে পড়ে একটি জলের ট্যাঙ্ক। সাবমারসাল এর মাধ্যমে বিকল্প পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করতেই নল বাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল এটি। গ্রীষ্মের দাবদাহে পানীয় জলের সংকট শহর থেকেগ্রাম সর্বত্রই, সেই মতো জলের হাহাকার পড়েছিল। পানীয় জলের এমন ব্যবস্থা হওয়ায় আশার আলো দেখেছিলেন গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। কিন্তু সেই ট্যাঙ্ক নির্মাণের পর হঠাৎ ভেঙে পড়ল। ঘটনার সময় ট্যাঙ্কের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন চুড়ামনিপুর গ্রামের বাসিন্দা গোপাল চট্টোপাধ্যায়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি। দশ দিন আগেই শেষ হয়েছিল প্রায় সাত ফুট উঁচু পাকা নির্মাণের উপর এক হাজার লিটারের ওভারহেড ট্যাঙ্ক। গ্রামবাসীদের অভিযোগ গ্রামের মানুষকে আড়ালে রেখেই এই ট্যাংকের কাজ হচ্ছিল। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের দাবী ট্যাঙ্কটির পুরো নিম্নমানের কাজ হয়েছে। ৫ এমএম রড দিয়ে কাজ হয়েছিল। সেই কারণেই এটা ভেঙে পড়ে।' ওন্দা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা বলেন, 'এই সরকার লাইসেন্স প্রাপ্ত দুর্নীতিবাজ সরকার। তারা পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পকে অনুকরণ করে। এই কাজের সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো উচিৎ।'

২০২১-এর ২০ জুন রাতের অন্ধকারে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ইসিএলের ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক। ঘটনার জেরে ট্যাঙ্ক সংলগ্ন জলশোধনাগারের স্তম্ভেরও ক্ষতি হয়। অণ্ডালের কাজোড়ার পরাশকোল কোলিয়ারি এলাকায় প্রায় ৪০০ পরিবারে জলসঙ্কট দেখা দেয়।২ লক্ষ ২২ হাজার গ্যালন জলধারণের ক্ষমতা ছিল ওই ট্যাঙ্কের। স্থানীয়দের দাবি, এই জলের ট্যাঙ্কের রক্ষণাবেক্ষণ হত না। শুধু তাই নয়, ট্যাঙ্ক চত্বরে কোনও নিরাপত্তারক্ষীও থাকতেন না। তবে ওই ট্যাঙ্ক লাগোয়া জলশোধনাগারে এক জন করে কর্মী শিফটিং ডিউটিতে কাজ করলেও রাতে সেখানেও কেউ থাকেন না।দুর্ঘটনার পর ইসিএল-এর এক আধিকারিক সঞ্জয় ভৌমিক স্বীকার করেন, "রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বলেই প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। দিনের বেলায় এই ঘটনা ঘটলে, অনেক মানুষ হতাহত হতেন। কারণ, সকাল বেলায় এই ট্যাঙ্কের নীচে দিয়ে এলাকার বহু লোকজন যাতায়াত করেন।" তিনি বলেন, 'শুনেছি প্রায় সাড়ে চার দশকের পুরনো পরাশকোলের এই জলাধার।' তাঁর দাবি, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়। তা ছাড়া, আগে থেকেই এটি ভেঙে নতুন একটি জলাধার তৈরির পরিকল্পনা ছিল আমাদের। তা বাস্তবায়নের আগেই এটি ভেঙে পড়ল।"২০২২-এর ২৫ জুন নদীয়ার গাঙনাপুরে ভেঙে পড়ে সজলধারা প্রকল্পের একটি জলাধার। উদ্বোধনের আগে পরীক্ষা চলছিল ৫ হাজার লিটার জল ধারণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাঙ্কটি নিয়ে। অভিযোগ, নিম্নমানের সরঞ্জাম দিয়ে এবে যথোপযুক্ত সতর্কতা ছাড়াই তৈরি হয়েছিল ট্যাঙ্কটি। গ্রামপ্রধানের বিরুদ্ধে এ কারণে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা।২০২২-এর ২৭ ডিসেম্বর জলের নির্মীমাণ একটি ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ে হাওড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জগাছা থানা এলাকার আরুপাড়ার ওই ঘটনায় আহত হন ১৪ জন শ্রমিক। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় একাধিক জনকে হাওড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়।২০২০-র ২২ জানুয়ারি বাঁকুড়ার সারেঙ্গায় ৭০০ ঘন মিটার জল সঞ্চয় করার ক্ষমতা সহ একটি ওভারহেড রিজার্ভার ভেঙে পড়ে। মাত্র তিন বছর আগে ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল কাঠামোটি। সারেঙ্গায় এ রাজ্যেরঅন্যতম শুষ্ক অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এই বিপর্যয়ের ফলে সারেঙ্গার ২০টি গ্রামে জলের অভাব দেখা দেয়। এর পর রাজ্য প্রশাসনকে তোপ দাগতে গিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বাবুল সুপ্রিয় টুইটে লেখেন, "মাত্র দুবছরের মধ্যে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়লো। বলছি উন্নয়ন তো দাঁড়িয়ে থাকার কথা। জল মেশাচ্ছেন হিসাবে, মেটেরিয়ালে, জলের ট্যাঙ্কি তো ভেঙে পড়বেই। ব্রিজ ভাঙছে, ভাঙছে জলের ট্যাঙ্ক।"ট্যাঙ্ক তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে কি আদৌ যথেষ্ঠ সতর্কতা নেওয়া হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল, বিশিষ্ট স্থপতি দীপঙ্কর সিংহ এই প্রতিবেদককে বলেন, "এখানে শুধু ট্যাঙ্ক নিয়ে বললে হবেনা। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে যে সম্পদ তৈরি হয়, প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে তার রক্ষনাবেক্ষনের খরচ ধরা থাকেনা। এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তারা খুব উদাসীন, কারণ সেই কাজ মূলতঃ শ্রমনিবিড়। সেই কাজ পরিচালনা করা ধৈর্য্য, সময় বেশি লাগে। তুলনায় নতুন কাজে অর্থ বিনিয়োগ দ্রুত হয়। সেই কাজে আগ্রহ বেশি থাকে। অপরদিকে উর্ধতন কতৃপক্ষ নতুন কাজ করে কৃতিত্ব পেতে চায়। পুরোনো কাজের রক্ষনাবেক্ষনে কৃতিত্ব পাওয়া যায়না। সব মিলিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্তরা বর্তমানে চটকদারি ও আরও অর্থ উপার্জনের দিকে বেশি ঝুঁকছে, মানুষের সুবিধা, সুরক্ষা ইত্যাদি দেখার থেকে। ফলাফল সবাই দেখতে পাচ্ছি।"

ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জনের নিরাপত্তা চেয়ে সওয়াল বিকাশের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভুয়ো ভ্যাকসিনকাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেব।বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জনের আবেদনে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। উলটে দেবাঞ্জনকে নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উপর ছেড়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।এদিন ভ্যাকসিনকাণ্ডে অভিযুক্ত ভুয়ো আইএএস অফিসারের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী ও সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, "অভিযুক্ত কী করে তদন্তে হস্তান্তর চাইতে পারেন? এবং এতদিন পর কেন এই কথা বলা হচ্ছে? মূল অভিযুক্তের অভিযোগকে কেন গুরুত্ব দেবে আদালত?"বিচারপতির প্রশ্নে পালটা যুক্তি দেন বিকাশবাবু। তিনি বলেন, "আমরা নথি দিয়ে দেখাব কী ভাবে কলকাতা পুলিশ তদন্ত নষ্ট করছে। প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে থাকা নথি লোপাট করছে। একজনকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের প্রভাবশালীদের যোগ রয়েছে।বিকাশবাবু বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের কথা বলেছে। তদন্তে হস্তান্তর হবে না, এটা বলা যাবে না। তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক। তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।" বুধবার আদালতে ইডির থেকে পাওয়া নথি ও আদালতের রায়ের কপি দেখানো হয়। রাজ্যের আইনজীবী বলেন, "এই মামলার কোনও ভিত্তি নেই। আবেদনকারীর নিরাপত্তার কোনও প্রয়োজন নেই।"'উভয় পক্ষের সওয়াল জবাবের পর বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, "এখনও তদন্ত হচ্ছে। এই নথি থেকে এখনও অন্য কারও যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। আরও খতিয়ে দেখতে হবে।" বিচারপতি সেনগুপ্তর নির্দেশ, "আদালত তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার কোনও নির্দেশ দিচ্ছে না। তবে তিনি প্রয়োজন হলে পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে আবেদন করতে পারবেন। রাজ্য ও কেন্দ্র দ্রুত তাঁর আবেদন বিবেচনা করবে।" এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৯ জানুয়ারি বেলা তিনটের সময়।

ভয় দেখিয়ে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : এক মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়তেই প্রকাশ্যে আসে গোটা ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তের দাবি, গোটা বিষয়টা চক্রান্ত। তাঁকে ফাসানোর চেষ্টা চলছে।জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা মহিলার বয়স ৩৯ বছর। তিনি বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। তাঁর মা দৃষ্টিহীন ও বধির। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকতেন নির্যাতিতা। সেই সুযোগকেই কাজে লাগায় প্রতিবেশী আলাউদ্দিন মণ্ডল। অভিযোগ, আলাউদ্দিন মণ্ডল বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে। কাউকে যাতে বিষয়টা না জানায় সেই কারণে হুমকিও দেওয়া হয়। তবে নির্যাতিতা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়তেই জানাজানি হয় গোটা ঘটনা।

নির্যাতিতার দিদি বলেন, "বোন গর্ভবতী হওয়ার পর আমরা বিষয়টা জানতে পারি। মা চোখে দেখতে পারেন না। শুনতেও পারেন না। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছে প্রতিবেশী আলাউদ্দিন মণ্ডল।" মঙ্গলবার রাতে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত আলাউদ্দিন। তাঁর বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে তিনি কোনওভাবে যুক্ত নন, চক্রান্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি দোষী প্রমাণিত হলে মেনে নেবেন বলেও জানান তিনি।এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য খায়ের মণ্ডল বলেন, "ঘটনাটি দুঃখজনক, আমরা পুলিশ-প্রশাসনকে বলব, দোষীদের শাস্তি হোক।"

ফের হেলিকপ্টার চেয়ে পেলেন না রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অগত্যা ট্রেনে চেপেই বীরভূম যেতে হচ্ছে রাজ্যপালকে।বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনে রাজ্যের লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যাবেন তিনি।

সকাল ১০টায় হাওড়া স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরে বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন রাজ্যপাল। রাজ্যের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে না-পাওয়ার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন জেলায় যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছিলেন রাজভবনের তরফে । রাজভবনের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগে। যদিও যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা হেলিকপ্টারের সমস্যার কথা তুলে ধরে রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয় রাজভবনকে হেলিকপ্টার দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না।

বুধবার রাজভবন সূত্রে খবর, এবারও রাজভবনকে হেলিকপ্টার না-দেওয়ার কারণ হিসেবে সেই আগের কারণই দেখানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। মঙ্গলবার রাজভবন থেকে রাজ্য সরকারের কাছে হেলিকপ্টারের বিষয়ে মৌখিকভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু স্পষ্ট করে দেওয়া হয় রাজভবনকে এই মুহূর্তে হেলিকপ্টার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই বোলপুর যেতে সকালেই নির্দিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সিকে দিয়ে রাজ্যপালের শান্তিনিকেতন যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করা হয়।

জানা গিয়েছে, বেলা ১২টা নাগাদ বোলপুরে নামবেন রাজ্যপাল। সেখান থেকেই শান্তিনিকেতনের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে পৌঁছবেন তিনি। রাজ্যপাল সৃজনী শিল্প গ্রামে লোকসংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। তারপর রাতের মধ্যে তাঁর কলকাতা ফেরার কথা। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, কোনও কারণে যদি রাজ্যপাল শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন সে ক্ষেত্রে বোলপুরেই বৃহস্পতিবার রাত কাটাতে পারেন। গত এক বছরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই হেলিকপ্টার মিললেও রাজ্যপালের ক্ষেত্রে নয় কেন ? যদিও দু"পক্ষের কেউই এই বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি ।

উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে খুন

সুলতানপুর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে বুধবার এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারলো অভিযুক্তরা। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর জেলায় সোনবারসা গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘর্ষ বাঁধে দুই পক্ষের মধ্যে। অভিযুক্তরা ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তাঁর মৃত্যু হয়।সার্কেল অফিসার মোহাম্মদ সালাম জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তির নাম জিতেন্দ্র যাদব। এদিন কিছু গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁর জমি নিয়ে বিবাদ-তর্ক শুরু হয়ে যায়। বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে অভিযুক্তরা জিতেন্দ্রকে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় জিতেন্দ্রকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়।পুলিশ জানিয়েছে, সন্দীপ ভার্মা, জিৎলাল এবং রাম কৃপাল নামে তিনজন ব্যক্তি যাদবকে আক্রমণ করেছিল। যাদব তাদের মাঠের সীমানা কাটছিল, বাধা দিলে সেও লাঠির আক্রমণ করে বলে অভিযুক্তরা জানিয়েছে।সার্কেল অফিসার জানিয়েছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) ধারা ৩০২-এর অধীনে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

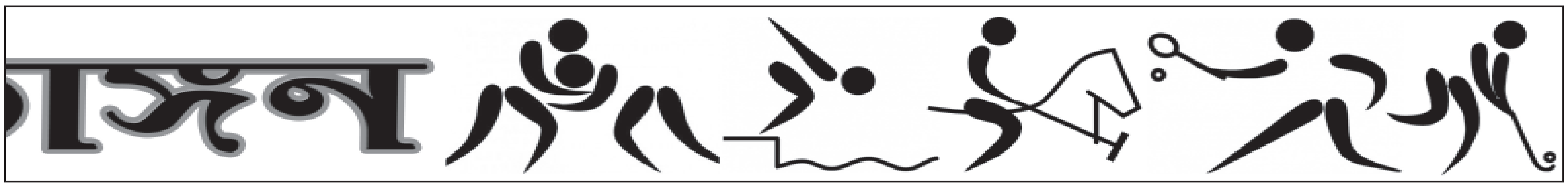

বিলোনিয়ায় আজ থেকে অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়ায় শুরু হচ্ছে অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আগামীকাল থেকে। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গত বছরের মতো এবারও অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পাঁচটি স্কুল দল অংশ নিচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে লীগে দশটি ম্যাচের পর সেরা চারটি দলকে বাছাই করে সুপার ফোর এর লড়াই হবে লীগ পর্যায়ে। অবশেষে চারটি দলের ক্রমপর্যায় অনুযায়ী নকআউট ভিত্তিতে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দলগুলো হলো আমজাদ নগর হাই স্কুল, বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল, বড়পাথাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল, আর্য কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল, বিলোনিয়া গভর্মেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। টুর্নামেন্ট শুরু হবে বিদ্যাপীঠ স্কুল ও আমজাদ নগর স্কুলের বিরুদ্ধে খেলা দিয়ে। উদ্বোধনী ম্যাচটি হবে বিদ্যাপীঠ গ্রাউন্ডে। প্রথম দিন একটি ম্যাচ হলেও পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ দিনে দুটি করে ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিনের খেলা গুলো হবে উত্তর বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে, আমজাদ নগর গ্রাউন্ডে, বৃন্দাবন পাড়া স্কুল গ্রাউন্ডে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচগুলি হবে উত্তর বিলোনিয়া গ্রাউন্ড ও আমজাদ নগর গ্রাউন্ডে। খেলা হবে ৪০-৪০ ওভারে। উদ্যোক্তা বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন। উল্লেখ্য, আগামীকাল সকাল ৯ টায় বিদ্যাপীঠ গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন পুতুল পাল বিশ্বাস, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বকুল রানী দেবনাথ, এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট অনুপম চক্রবর্তী, স্পোর্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট বিশ্বনাথ দাস, কাউন্সিলর ধ্রুবপ্রসাদ মজুমদার, মৃনাল দত্ত গুপ্ত, শুশাঙ্কর ভৌমিক, সমাজসেবী গৌতম সরকার, টিসিএ-র অ্যাডভাইজারি টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান চিরঞ্জীব দে প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন পুরো পরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন শিখা নাথ। বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক পার্থ চৌধুরী এক আমন্ত্রণ পত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করে টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্প্রতি মিদিলি এবং মিগজাম শাসক ঘুর্নি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জন্য উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকার, ত্রিপুরা সরকার এর পক্ষ থেকে গৃহিত ব্যবস্থাপনা গুলির যথাযথ প্রতিবেদন।

সম্প্রতি মিদিলি এবং মিগজাম ঘুর্ণির প্রভাবে রাজ্যে অসময়ে অতি বর্ষনে আলু সহ শীতকালিন সবজির ক্ষতি হয়েছ -এই বিষয়ে স্থানীয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

গত নভেম্বর -২০২৩ ইং সনের ১৬ ই এবং ১৭ ই তারিখে মিদিলি নামক ঘুরনির প্রভাবে, রাজ্যে অসময়ে অতি বর্ষন হয়। ফলে রাজ্যের আলু সহ শীতকালিন সবজির ২ হাজার ৫ শত ৭৯ হেক্টর এলাকার ফসলের ২০ হাজার ৭৮ জন কৃষকের ক্ষতি হয়।

ক্ষতি গ্রস্থ কৃষকদেরকে আর্থিক ভাবে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান করার জন্য উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের রাজষ্য দপ্তরে ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

পুনরায় মিগজাম ঘুর্ণির প্রভাবে গত ৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর ২০২৩ ইং সনে অসময়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অতি বর্ষন হয়।ফলে আলুসহ শীতকালিন সবজির ক্ষতি হয়।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ১ হাজার ৮ শত ৫১ হেক্টর এলাকার ৯ হাজার ৬২ জন কৃষকের ৩৩২৫ লক্ষ টাকার আলুসহ শীতকালিন সবজির ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যাচেছে।

শীঘ্রই চুরান্ত ক্ষয় ক্ষতির পরিমান নির্ধারন করে, ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য পুনরায় রাজ্য সরকারের রাজস্ব্য দপ্তরের নিকট প্রভাব পাঠানো হবে।

ইতি
অধিকর্তা
উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ
অধিকার
ত্রিপুরা সরকার।

ICA/D-1418/23

ছোটদের ক্রিকেটে প্রগতির বিজয় রথ থামালো এনএসআরসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। প্রগতির বিজয় রথে লাগাম টানলো এন এস আরসিসি দল। টিসিএ পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে বুধবার তালতলা মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। ম্যাচে এন এস আরসিসি দল ৩৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো প্রগতি প্লে সেন্টারকে। টসে জয়লাভ করে এন এস আরসিসির অধিনায়ক ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যাকে দারুন ভাবে কাজে লাগায় দলীয় ব্যাটসম্যানরা। সুবাদে ৩৭ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে এন এস আরসিসির স্কোর দাঁড়ায় ১৫৮ রানে। ব্যাট হাতে সায়নতন কর ৭৯ বলে ৬৬ রান এবং অংশ ভটনাগর ৯৪ বলে ৬৪ রান করে। এছাড়া দেবব্রত রুদ্রপাল ১৬ রান করে। প্রগতির হয়ে একমাত্র সফল বোলার উজ্বল দেবনাথ। উজ্বল ২৪ রানে ৩ টি উইকেট নেয়। জয়ের জন্য প্রগতির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৫৯ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে প্রগতি শিবির ৩৭ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১২৫ রান। ব্যাটে শ্রেষ্ঠাংশু দেব ১৭, ইয়াশ দেববর্মা ৬৭ ,রাহুল মিয়া ২৬ রান করে। এছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যানই ভরসা জোগাতে পারেনি। সুবাদে জয় হাসিল করেই মাঠ ছাড়লো এন এস আরসিসি দল। বল হাতে বিজয়ী দলের পক্ষে দেবব্রত রুদ্র পাল তিনটি এবং অংশ ভটনাগর দুটো উইকেট নেয়।

যুবক সংঘের মাঠে শ্যাম হরি শর্মা স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। শ্যাম হরি শর্মা স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিজেপি ত্রিপুরা স্পোর্টস সেল এবং বদদোয়ালীস্থিত যুবক সংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দিবা-রাত্রীর এই দুই দিনব্যাপী টুর্নামেন্ট ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বড়দোয়ালীস্থিত যুবক সংঘের মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ক্লাব, সংগঠন বা সংস্থাকে আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে টুর্নামেন্ট কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে এন্টি ফি সহ নাম জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। চ্যাম্পিয়ন দলকে প্রাইজমানি কুড়ি হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দলকে দশ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হবে। প্রাইজমানি ও ট্রফি রয়েছে সেরা খেলোয়াড়দের জন্যও। সদরের বাইরে থেকে আগত টিমগুলোকে প্রয়োজনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য, সারা রাজ্য থেকে সর্বাধিক ষোলটি টিম এতে অংশগ্রহণ করবে বলে উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা। আজ বেলা ১১ টায় যুবক সংঘের ক্লাব গৃহে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে টুর্নামেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষে কর্পোরেটর অভিজিৎ মৌলিক, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের নবনিযুক্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, আরবান সেল এর তথা টেকনিক্যাল কমিটির কনভেনার বিমান দেব, যুবক সংঘের প্রেসিডেন্ট দেবাশীষ রায়, সেক্রেটারি নারায়ণ দেবনাথ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ দেব, জয়েন্ট সেক্রেটারি বিজন সাহা, সুজিত সরকার ও দেবজিৎ দাস প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

PNIeT No: 72/ EE/CCD/PWD/2023-24 Dated. 08/12/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the ‘ Governor of Tripura’, invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPED/Railway/Gov’t Organization of other State & Central for the following work, Mtc. of Govt. residential building during the year 2023-24 / SH: - Repairing / Maintenance of building portion(in and out) including Outside Painting, Roof Grading, Water Supply, Sanitary installations and other allied works of different type quarters in the premises of 79 Tilla Govt. Qtr. Complex and Bhallukiyatilla Govt. Qtr. complex Agartala. For Details visit website only.
DNIeT No: 56/DNIT/ EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: Rs/- 9,68,602.00 Earnest Money: - Rs/- 19,372.00 and Time for completion will be 180 (One Hundred and Eighty) Days.
Last date & time for online Bidding: 22/12/2023 Upto 3.00 PM

ICA/C-3565/23

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed tender/quotation from the Bonafied Agency / Registered transport agency/ Govt. Authorized transporter of goods carrying agency for hiring of Civil Trucks(10 Wheels) for transportation of Government stores & personnel kit of 9" Battalion TSR(IR-IV) from Kusmunda, Korba & Raigarh, Chhattisgarh to 9" Bn TSR HQr Hichacherra, South Tripura during the financial year 2023-2024 for 9th Bn TSR(IR-IV).
02. Terms and Conditions may be collected from the office of the Commandant, 9th Battalion TSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura during office hours up to 21/12/23 on free of cost or the same can also be available in website www.tripura.gov.in.
03. The tender will be received up to 1500 hours on 91/12/23 and will be opened on 2 2/12/23 at 1100 hours, if possible.

ICA/C-3560/23

Commandant
9th Battalion TSR(IR-IV)
Hichacherra, Jolaibari, South Tripura

PNIe-T No. 24/EE/DWS/KD/2023-24 Dt, 11/12/2023

(1) DNie-T No_228/EE/DWS/KD/2023-24
(2) DNIe-T No_229/EE/DWS/KD/2023-24
(3) DNIe-T No 230/EE/DWS/KD/2023-24
(4) DNIe-T No. 231/BE/DWS/KD/2023-24
(5) DNie-T No. 232/8K/DWS/KD/2023-24
{6) DNie-T No: 233/BE/DWS/KD/2023-24
(7) DNIe-T No.234/EB/DWS/KD/2023-24
(8) DNIe-T No: 235/BB/DWS/KD/2023-24
(9) DNIe-T No: 236/EE/DWS/KD/2023-24
(10) DNIe-T No.237/EE/DWS/KD/2023-24
(11) DNIe-T No : 238/EE/DWS/KD/2023-24
(12) DNIe-T No: 239/EE/DWS/KD/2023-24
(13) DNIe-T No:240/EE/DWS/KD/2023-24
(14) DNIe-T No: 241/EE/DWS/KD/2023-24
(15) DNIe-T No: 242/HE/DWS/KD/2023-24
(16) DNIe-T No: 243/1H/DWS/KD/2023-24
(17) DNIe-T No: 244/EE/DWS/KD/2023-24
(18) DNIe-T No: 245/EE/DWS/KD/2023-24
Period of downloading of biding dacuments at :- 18/12/2023 to 02/01/2024
Deadline for online Bidding - 02/01/2024 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid = 03/01/2024 up to 12.00 Haurs
Place of opening of Bid(s) + O/a the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please cantaet to the office of the
For details please www. tripuratenders.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-3554/23

Executive Engineer
DWS Division, Kumargha
Unaketi Tripura,

মহিলা টি-২০ : অরুণাচলের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত জয় ত্রিপুরার, পূজার ৯৪

ত্রিপুরা-১৫৬/৬ অরুনাচল প্রদেশ-৯৪/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের স্বাদ পেলো ত্রিপুরা। পরাজিত করলো দুর্বল অরুনাচল প্রদেশকে। ৬২ রানে। অনূর্ধ-২৩ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। পশ্চিম বঙ্গের সল্ট লেইকের ২২ ইয়ার্ড মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার গড়া ১৫৬ রানের জবাবে অরুনাচল প্রদেশ ৯৪ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার দলনায়িকা পূজা পালের অধিনায়কোচিত ইনিংস দলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন।

সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ত্রিপুরা নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান করে। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে অম্বেষা দাস এবং পূজা পালের দাযিত্বশীল ইনিংসে বড় স্কোর গড়াতে সক্ষম হয় ত্রিপুরা। পঞ্চম উইকেটে ওই জুটি ৫০ বল খেলে ৭৮ রান যোগ করেন। পূজা ৩২ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া অম্বেষা ২৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, অনামিকা দাস ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন।

অরুনাচল প্রদেশের পক্ষে এন আকার ৩১ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করেন।

জবাবে খেলতে নেমে অরুনাচল প্রদেশ নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯৪ রান করতে সক্ষম হয়। ওপেনার আভি ৫৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া মেঘা শর্মা ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন।

ত্রিপুরার পক্ষে অম্বেষা দাস ১২ রান দিয়ে ২ টি এবং সেবিকা দাস ১৫ রান দিয়ে ১ টি উইকেট পেয়েছেন। ১৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরার চতুর্থ প্রতিপক্ষ কেরল।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট : তরুণ সংঘকে হারিয়ে এগিয়ে চলো-র গুরুত্বপূর্ণ জয়।

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। এগিয়ে চলো সংঘের কাছে আটকে গেল তরুণ সংঘ দল। সদর অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেটে বুধবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে এগিয়ে চলো সংঘের মুখোমুখি হয় তরুণ সংঘ। ম্যাচে এগিয়ে চলো শিবির ২৭ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো তরুণ সংঘকে। টসে জয়লাভ করে এগিয়ে চলো সংঘ ৩৮.২ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৩৪ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে অভয় দেব সিং ২৭, শঙ্খদীপ দাস ২০, অর্নব দেববর্মা ২১, চন্দ্রশান্ত গোস্বামী ১০ রান করে। এছাড়া অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৭ রানের। বলে তরুণ সংঘের পক্ষে শুভ্রজিত সাহা ও রাজদীপ দাস তিনটি করে উইকেট দখল করে। এছাড়া একটি করে উইকেট নেয় সায়নতন রায় ও সুধাংশু পালরা। জয়ের জন্য তরুণ সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৩৫ রানের। যাকে হাসিল করতে নেমে শেষ পর্যন্ত তরুণ সংঘ শিবির ৩৯.৫ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে ১০৭ রানই করতে সক্ষম হয়। ব্যাটে সায়নতন রায় ২৮, সুধাংশু পাল ১৫, শুভ্রজিত সাহা ১৬, শুভম সাহা ১১, অনুপম ঘোষ ১১ রানই করতে সক্ষম হয়। সুবাদে ২৭ রানের ব্যবধানে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো এগিয়ে চলো সংঘ। বিজয়ী দলের হয়ে দুটো করে উইকেট দখল করে দিগ্বিজয় মজুমদার, ময়ুক চৌধুরী ও চন্দ্রশান্ত গোস্বামী।

জাতীয় যোগাসনের লক্ষ্যে রাজ্যদলের সপ্তাহ ব্যাপি ক্যাম্প আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতা কে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে সাত দিনব্যাপী এই যোগা প্রশিক্ষণ শিবির চলবে এন এস আর সি সি-র যোগা হল-এ। শিবিরের জন্য নির্বাচিত যোগা খেলোয়ারদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। সাত দিনব্যাপী এই কোচিং ক্যাম্পে প্রথম শ্রেণীর যোগা প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন। শিবিরে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়রা হলো ৮ থেকে ১৪ বছর বালিকা বিভাগে শ্রেষ্ঠা দাস, ধৃতি দেবনাথ, অন্বেষা দেব; বালক বিভাগে দেবান্তর ভদ্র, তন্ময় সরকার, তীর্থঙ্কর ভৌমিক। ১৪ থেকে ১৮ বছর বালিকা বিভাগে রিমা বেগম, প্রতিভা সিংহ, পূজা ভট্টাচার্য; বালক বিভাগে দেবার্পন কুন্ডু, রাজদীপ পাল, বিজয় পাল। ১৮ থেকে ২৪ বছর মহিলা বিভাগে ইশা সূত্রধর, অর্পিতা দেব, সুস্মিতা দেবনাথ; পুরুষ বিভাগে সৌরভ ঘোষ, দেবাশীষ দাস, শুভ্রজিৎ বনিক। ২৪ থেকে ৩০ বছর মহিলা বিভাগে প্রিয়াঙ্কা সেন, উমাৎসি খাম্বলাই, কোরোর মির্জা; পুরুষ বিভাগে মাধব দেবনাথ, সৌরভ নাথ, প্রলয় মজুমদার।

৩০ থেকে ৪০ বছর মহিলা বিভাগে পূরবী দাস, শান্তা ভট্টাচার্য; পুরুষ বিভাগে চয়ন দেবনাথ, অনুজিৎ দেবনাথ। ৪০ থেকে ৫০ বছর মহিলা বিভাগে শিপ্রা দত্ত চৌধুরী, সুতপা রায়, নন্দিতা সাহা; পুরুষ বিভাগে সুভাষ দেবনাথ, সুব্রত দত্ত, সুখময় দেবনাথ। ৫০ থেকে ৬০ বছর মহিলা বিভাগে সুমিতা গোপ, দীপিকা দেবী দেবনাথ, শিখা গুপ্তা; পুরুষ বিভাগে হরিশংকর দত্ত, গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা।

৬০ ততোর্ধ মহিলা বিভাগে প্রীতি চক্রবর্তী, গৌরী সাহা; পুরুষ বিভাগে নির্মল চক্রবর্তী। কোচ সান্তনু দাস ও সোমা দাস ম্যানেজার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। ন্যাশনাল জাজ কালিনারায়ণ ঘোষ, সমিরন চক্রবর্তী। এছাড়া, জাজ হিসেবে নতুন ভাবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন অমল ভট্টাচার্য, চন্দনা দেব, মিতালী ভৌমিক, সত্য ঘোষ, জয়দেব মজুমদার, নন্দিতা বনিক।

রঞ্জি ট্রফিকে সামনে রেখে ৪৩ জনকে নিয়ে কাল থেকে টিসিএ-র শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। রঞ্জি ট্রফির মরশুমকে কেন্দ্র করে রাজ্য দল গঠনের জন্য টিসিএর তরফে ক্যাম্প ডাকা হলো। ক্যাম্পে মোট ৪৩ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে।

তাদের আগামী ১৫ ডিসেম্বর দুপুর ২টার সময় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে টিসিএর তরফে। ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো- বিক্রম কুমার দাস, সম্রাট সিনহা, বিশাল ঘোষ, পল্লব দাস, সম্রাট সূত্রধর, শ্রীদাম পাল, নিরুপম সেন চৌধুরী, রজত দে, রিমন সাহা, শ্যামশাকিল গন, জয়দীপ বণিক, নিরুপম সেন, বাবুল দে, অর্কপ্রভ সিনহা, রানা দত্ত, অভিজিৎ সরকার, অর্জুন দেবনাথ, শারুখ হোসেন, অজয় সরকার, সৌরভ দাস, সঞ্জয় মজুমদার, জয়দীপ দেব, শংকর পাল, শুভম ঘোষ, দেবপ্রসাদ সিনহা, লক্ষণ পাল, ভিকি সাহা, জয়দীপ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন নম, পারভেজ সুলতান,তুষার সাহা, দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য , অমরেশ দাস, চিরঞ্জিত পাল, জয়দেব দেব, মণীশংকর মুরাসিং, বিক্রম দেবনাথ, কুশল আচার্য, ঋদ্ধিমান সাহা, সুদীপ চ্যাটার্জী , গণেশ সতীশ, বিপিন কুমার শর্মা ও রিতায়ন দে। কোচ হিসেবে রয়েছেন বিনীত সাকসেনা, বিনীত জৈন ও জয়ন্ত দেবনাথরা।

কর্নেলকে সহজে হারিয়ে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীর প্রথম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। খুবই অল্প রান। যাতে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো মর্ডান ক্রিকেট একাডেমি। সদর অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বুধবার নেপকো মাঠে হলো এই ঘটনা। ম

্যাচে কর্নেল কোচিং সেন্টার খুবই অল্প রানে গুটিয়ে গেল। প্রথমে ব্যাট করে কর্নেল শিবির ২৫.১ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে মাত্র ২৯ রান।

ব্যাটে দলের একজন ব্যাটসম্যান ও দু অংকের রান করতে পারেনি। বল হাতে মর্ডানের হয়ে দীপজয় দেবনাথ ও পঙ্কজ শীলরা তিনটি করে উইকেট নেয়।

জবাবে খেলতে নেমে মর্ডান শিবির ৩.৫ ওভারেই মাত্র এক উইকেটের বিনিময়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। ব্যাটে উজ্বল দেব ১০ রান করে। এছাড়া অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৩ রানের। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো মর্ডান দল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পের উদ্বোধন

কৃষকদের প্রাণী পালনে স্বাবলম্বী করাই সরকারের লক্ষ্য ঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রাণীপালকদের প্রাণীপালনে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও প্রাণীপালকদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনার অধীনে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের এককালীন ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। উল্লেখ্য, যেসকল প্রাণীপালকদের বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার কম এবং অন্তত একটি দুগ্ধবতী গাভী অথবা ১০টি ছাগল বা একটি উন্নত জাতের শূকর রয়েছে তাদের এই প্রকল্পে এককালীন ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যে ২, ৯০০ জন চিহ্নিত প্রাণীপালককে সহায়তা দেওয়া হবে। এরজন্য মোট ব্যয় হবে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সততা, স্বচ্ছতা ও সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত করার বিষয়ে রাজ্য সরকার প্রথম থেকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যবাসীর মধ্যে স্বউদ্যোগের মানসিকতা সৃষ্টিতে সরকার বরাবর সচেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সফলতা পেতে গেলে উদ্যোগীদের অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পবোধ ও কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় রাজ্যে ডিম ও মাংসের চাহিদার ঘাটতি মেটানোর উদ্দেশ্যে ৩৬ হাজারেরও বেশি পরিবারকে পোল্টি মোরগ ও হাঁস পালনের জন্য ১,৩০০ টাকা করে সহায়তা করা হবে। কাফ গ্রোথ মিল স্কিমে সেক্স সর্টেড সিমেনে জন্ম নেওয়া উন্নত প্রজাতির বাছুরদের ৩-১২ মাস বয়স পর্যন্ত পুষ্টি ও খাদ্যের জন্য ভর্তুকিতে খাদ্য প্রদান করা হবে। এছাড়া কমপেনসেশন ফর লস অব লাইভস্টক অ্যান্ড বার্ডস টু দ্য ফিনান্সিয়ালি উইকার্স সেকশন স্কিমে দরিদ্র পরিবারের গৃহপালিত পশু বা পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করা হবে। এছাড়াও মিনি হ্যাচারি স্কিম, ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের প্রাণীপালকদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে এগ্রি এলাইড সেক্টরগুলি থেকে দেশের জিডিপিতে ১৯-২০ শতাংশ যোগদান রয়েছে। তাই কৃষি, প্রাণীপালন ও মৎস্য চাষের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে স্ট্রিট ভেন্ডারদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছে নিগম ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা টাউনহলে আজ প্রধানমী স্বনিধি যোজনা ও জাতীয় শহুরী আজীবিকা মিশনে লাভার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা পুর নিগমের গভর্নিং বডির ২ বছর পুর্তি উপলক্ষে এই লাভার্থী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। লাভার্থী সম্মেলনের উদ্বোধন করে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, আগরতলার স্ট্রিট ভেণ্ডারদের কল্যাণে পুর নিগম বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় এখন ২,৭৩৮ জন স্ট্রিট ভেণ্ডার রয়েছেন। স্ট্রিট ভেণ্ডারদের প্রধানমী স্বনিধি যোজনার মাধ্যমে ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। আগরতলা পুর নিগম 'নতুন আগরতলা' গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগম নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা সংস্কার, পুরাতন ও পরিত্যক্ত পুকুরকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। তাছাড়াও শহরের নালা সংস্কার, বৈদ্যুতিকরণ, বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সাফাই, ওপেন জিম চালু, পানীয়জলের সুযোগ সম্পসারণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলা পুর নিগমের বর্তমান গভর্নিং বডির ২ বছর পূর্তি হয়েছে। আগামী ৩ বছরে আগরতলা পুর নিগমকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নিগমের এই ২ বছরের রিপোর্ট কার্ড নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াস নিয়েছেন। লাভার্থী সম্মেলনে আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত বলেন, আগরতলা পুর নিগম স্ট্রিট ভেণ্ডারদের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। লাভার্থী সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের অতিরিক্ত মিউনিসিপাল কমিশনার মোহম্মদ সাজ্জাদ পি। উপস্থিত ছিলেন মেয়র ইন কাউন্সিল সম্পা সেন সরকার, মেয়র ইন কাউন্সিল হিমানী দেববর্মা ছাড়াও অন্যান্য কর্পোরেটরগণ, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সম্মেলনে প্রধানমী স্বনিধি প্রকল্পে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে স্ট্রিট ভেণ্ডার রাজকুমার দাসকে ৫০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। তার পক্ষে চেক গ্রহণ করেন রামপ্রসাদ আচার্য। এ প্রকল্পে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে স্ট্রিট ভেণ্ডার জলি দেবী সাউকে ৫০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। তার পক্ষে চেক গ্রহণ করেন বজরঙ্গী সাউ। এ প্রকল্পে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে স্ট্রিট ভেণ্ডার সঞ্জয় পালকে ৫০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। তার পক্ষে চেক নেন প্রদীপ পাল। এ প্রকল্পে ইউকো ব্যাঙ্ক থেকে স্ট্রিট ভেণ্ডার উত্তম কুমার রুদ্রপালকে ২০হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির স্বাক্ষর সম্বলিত প্রধানমী স্বনিধি প্রকল্পের পরিচয়পত্র স্ট্রিট ভেণ্ডার প্রদীপ সাহা ও নন্দদুলাল আচার্যকে দেওয়া হয়। এছাড়া ডিজিটাল লেনদেনে সকল অর্জনকারী স্ট্রিট ভেণ্ডার সুশান্ত কর্মকার, শুভ মল্লিক ও রঞ্জিত দাসকে শংসাপত্র ও স্বারক উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। মেয়র সহ অতিথিগণ স্ট্রিট ভেণ্ডারদের হাতে চেক, পরিচয়পত্র, শংসাপত্র ও মারক উপহার তুলে দেন। সম্মেলনে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্য ও শ্রম দপ্তর থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৫১ জনকে হোমিওপ্যাথিক ও ৬৫ জনকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। আয়ুমান ভারত প্রধানমী জন আরোগ্য যোজনার কার্ড দেওয়া হয় ৩ জনকে। আভা কার্ড দেওয়া হয় ৪৫ জনকে। শ্রম দপ্তর থেকে ই-শ্রম কার্ড বিলি করা হয় ২৭টি। আগরতলা পুর নিগম থেকে ৪০৫ জন নতুন স্ট্রিট ভেণ্ডারের নাম নথিভুক্ত করা হয়।

ঘরের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ধাতুছড়া এলাকায় এক মহিলার নামে বরাদ্দকৃত ঘরের টাকা স্থানীয় এক বিজেপি নামধারী নেতা আত্মসাৎ করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানালে হামলায় এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কৈলাসহর ধাতুছড়া এলাকায় ১ ব্যক্তিকে মারধোর করার অভিযোগ উঠল ওই এলাকার শাসকদলীয় এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ওই এলাকার বাসিন্দা ভারতী বাল্মিকী দাস নামে এক মহিলা বিগত ৯ মাস পূর্বে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার একটি তিনি ঘর পান।

জানা যায় ,ভারতি বাল্মিকী দাসের ব্যাংক একাউন্টে ঘরের প্রথম কিস্তির ৪৮ হাজার টাকা ঢুকেছে। অভিযোগ ওই এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি দলের কর্মী বিজয় হালাম নামে এক ব্যক্তি ভারতি বাল্মিকী দাসকে বোকা বানিয়ে ৪৮ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এর প্রতিবাদ করেন ভারতী বাল্মিকী দাসের ছেলে বাপ্পন বাল্মিকী দাস। তখন নাকি বিজয় হালাম বাপন বাল্মিকী দাসকে দেখে নেবারও হুমকি দেয়।

এরই সূত্র ধরে মঙ্গলবার বিকেলবেলা বিজয় হালাম বাপ্পন বাল্মিকী দাসকে একা পেয়ে মাটিতে ফেলে বেধড়ক ভাবে মারপিট চালায়। যার ফলে বাপন বাল্মিকী দাস গুরুতরভাবে আহত হয়। পরবর্তী সময় বাপ্পন বাল্মিকী দাসকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে বাপন বাল্মিকী দাস কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের কাছ থেকে আরোও জানা যায় যে বিজয় হালামের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। পাশাপাশি ওই এলাকায় এসে দাপট দেখিয়ে ঘুরাফেরা করে ওই ব্যক্তি। তাকে কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। উক্ত বিষয় নিয়ে বাপন বাল্মিকী দাসের স্ত্রী সুজাতা বাল্মিকী দাস কৈলাসহর থানায় বিজয় হালামের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগমূলে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চুরির ঘটনায় বিরক্ত ধর্মনগরবাসী, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে চোরের উৎপাত প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। তাতে অতিষ্ঠ ধর্মনগর মহকুমার সাধারণ মানুষজন। প্রতিটি চুরির ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনোক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার জনগণ। পুলিশের উপর তিতিবিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনগণ চোর আটক করতে তৎপরতা শুরু করেছেন। পাশাপাশি নেশাখোর ও নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধেও অভিযানে নেমেছেন স্থানীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন। পুলিশ চোরকে ধরতে না পারলেও ধর্মনগরের সচেতন মানুষ এখন চোর এবং ড্রাগস কারবারিদের ধরতে সিদ্ধহস্ত। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দক্ষিণ হুরুয়ার বীরেন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে ধানের কাজ করতে এসে দেবু নাথ নামে এক যুবক তার একসঙ্গে কে নিয়ে বীরেন্দ্র দেবনাথ এর বাড়ির মোটরের জলের পাইপ সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি চুরি করে বিক্রি করে দেয়। চুরি যাওয়ার পর বীরেন্দ্র দেবনাথ থানায় অভিযোগ জানায়। কিন্তু পুলিশ এই ঘটনাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪০ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ডিসেম্বর।। বুধবার আবারো উন্নয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করলো বাম সংগঠনের সাধারণ জনগণরা। স্বদলীয় নেতাদের কাছে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হয়ে বিজেপি দলে যোগদান করে। ১৯

চড়িলাম মন্ডলের ১৩,১৪,১৫ নং বুথের ব্রজপুর বাজারে বাজার সভার মাধ্যমে সি পি এমের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি অমৃত দাস সহ ৭০ পরিবারের ২৪০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকার তলে সামিল হয়। নবাগতদের বরন করে নেয় চড়িলাম মন্ডলের মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ।নবাগতদের হাতে গেরুয়া পতাকা তুলে দিয়ে বরন করে নেয়।তাছাড়াও উক্ত যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সম্পাদক তথা ৬নং শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ গোপাল দোলনাথ ও সিপাহীজলা উত্তরের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি শ্যামল দেবনাথ সহ ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তাগন।

রাজ্যে ক্লিন টয়লেট অভিযানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও নগর এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পরিকাঠামো সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের ক্লিন টয়লেট অভিযান রাজ্যে শুরু হয়েছে। রাজ্যে এই অভিযান গত ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয়। অভিযান সমাপ্ত হবে আগামী ২৩ ডিসেম্বর। দেশের শহুরে স্বাস্থ্যবিধি পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই অভিযান চালু হয়েছে। রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম সচিব রজত পন্থ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, পাবলিক ও সামাজিক শৌচাগারের গুণমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পিত এই অভিযানের দুটি বিভাগ রয়েছে। প্রথমত শহর এলাকার পাবলিক ও সামাজিক শৌচাগারগুলির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। যাতে পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত: সক্রিয়, সহজে ব্যবহারযোগ্য, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ-বান্ধব এবং নিরাপদ, এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে তৈরি উপযুক্ত শৌচাগার মডেলের আবেদন জমা দেওয়ার আহ্বান করা হয়েছে। শহর, সরকারি/ আধা সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংস্থা, স্বসহায়ক দল বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে। তারা তাদের উদ্ভাবনীমূলক শৌচাগারের মডেলের আবেদনপত্র মাই গভ পোর্টালে জমা দিতে পারবে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন এবং স্বসহায়ক দলগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরায় শহর এলাকার সমস্ত পাবলিক ও সামাজিক শৌচাগারগুলির মূল্যায়ন করা হবে। এই অভিযান পরিচালনার জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, আইইসি, এসবিএম শহর ও স্বশাসিত নগর সংস্থাগুলির ফান্ড ব্যবহার করা হবে। নগরোন্নয়ন দপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলকে এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছে।

ক্লিনিক এসো'র রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১৩ ডিসেম্বর।। আগামী ১৬-১৭ ডিসেম্বর থেকে অল ত্রিপুরা প্যাথলজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল ক্লিনিক্স এসোসিয়েশান (এ.টি.পি.আর.সি.এ.) এর নবম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।অল ত্রিপুরা প্যাথলজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল ক্লিনিক্স এসোসিয়েশান (এ.টি.পি.আর.সি.এ.) বেসরকারী ল্যাবরেটরি ও এক্সরে ক্লিনিকের মালিকদের সংগঠন। ওই সংগঠনের মোটামুটি সমস্ত সদস্যরাই ল্যাবরেটরী বা এক্সরে টেকনোলজিস্ট। তা ছাড়াও রাজ্যের তিনটি প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সায়েন্টিফিক সেশানে অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়েছে।ওই সম্মেলন ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরম্ভ হবে। এর পরেই থাকবে রক্তদান শিবির। ওই দিনের অনুষ্ঠানে উদ্ভোধনী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

লক্ষ্মীবিল পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ডিসেম্বর।। বুধবার বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতিঘরে সুশাসনের ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় আর ডি ব্লকের অতিরিক্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকার নান্টু দেব,লক্ষ্মীবিল পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ও সদস্যাগন। এলাকাবাসীদের মধ্যে তেরোটি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ যারা তাদের স্কিম এবং সার্ভিস প্রদান করেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে মোট ২০১জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ঔষধ দেওয়া হয়, চক্ষু পরীক্ষা করে মোট ৪১ জনের ঔষধ এবং চশমার ব্যবস্থা করা হয়, এছাড়াও প্রতিটি দপ্তরের বিভিন্ন স্কিম মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয় প্রচারকারীর এলইডি স্কিনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিম এবং সার্ভিস জনসম্মুখে প্রচার করা হয়।

জগদ্বন্ধু আশ্রমে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ ডিসেম্বর।। বিশালগড় , নারাউড়াস্থিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসরের অঙ্গ হিসেবে অদ্য ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং আশ্রমের নবনির্মিত নাটমন্দিরে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি। স্বাগত ভাষণে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের বিশালগড় শাখা সম্পাদক মিঠুন রায় বলেন , ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাধ্যমত সেবামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখা। এবছরই প্রথম স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে আশ্রমে। অদূর ভবিষ্যতে আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয় , গ্রন্থাগার সাপন করার বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। উদ্বোধকের ভাষণে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন , সনাতন ধর্ম আমাকে ভালবাসতে শেখায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু ধর্মের প্রতিটি প্রাচীন মন্দির সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ধর্ম আমাদের বিভেদ মুছে একসাথে চলার বার্তা দেয়। মানব রক্তের বিকল্প নেই। রক্ত উৎপাদন করার কারখানা বিজ্ঞান এখনো তৈরী করতে পারে নি।রক্ত দান আসলেই একটি ব্যতিক্রমী ভাবনা । রক্তদানের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয় মানবতার বন্ধন।তিনি এই ধরনের শিবির প্রতিবছর সংগঠিত করার পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন , সনাতন ধর্ম মানে প্রেমের ধর্ম। ধর্ম আমাদের মানবতার বার্তা দেয়। বিদ্বেষ - হানাহানি মুছে এক সাথে চলতে শেখায় ধর্ম। তাছাড়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক বন্ধুগৌরব ব্রমচারী মহারাজ সনাতন ধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ প্রমুখ। ঐদিন বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে নবনির্মিত কমন ফেসিলিটি সেন্টারের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় , বিধায়ক সুশান্ত দেব প্রমুখ। এ জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৬৯ টাকা। শিবিরে ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী, আইনজীবী নিতাই চৌধুরী , সংগঠনের আগরতলা সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় ,জি বি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক গৌতম ভৌমিক, প্রমুখ।

রাজ্যে টেকনোর ইউনিভার্সিটি শুরু হচ্ছে জুলাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ডিসেম্বর।। বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় ধর্মনগর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে। টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সুজিত কুমার ঘোষ এবং ডঃ হিমাদ্রি রায়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় যে জুলাই মাস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ইউনিভার্সিটি শুরু হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি-এর ক্যাম্পাস আগরতলার আনন্দনগরের মহেশখলাতে। এতদিন ত্রিপুরাতে শুধুমাত্র টেকনো ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে পরিচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই গ্রুপের তিনটি ইউনিভার্সিটি চলছে। ভারতবর্ষের সাতটি রাজ্যে এই গ্রুপের ইউনিভার্সিটি কাজ করে চলেছে। কম্পিউটার সাইন্স এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা চালু হয়েছিল বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবগুলি শাখার পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে এই ইউনিভার্সিটি আওতাধীন।

২০২৩ এর আগস্টের ৮ তারিখ থেকে রাজ্যে এই ইউনিভার্সিটিটির বেশ কিছু কোর্স চালু হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে আইন এবং ফার্মেসির অন্যান্য কোর্সগুলি চালু হয়ে যাবে। ছয়টি স্কলারশিপের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি অবলম্বন করে এই ইউনিভার্সিটি এর পড়াশোনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নয়া শিক্ষানীতিতে একই সাথে একই ইউনিভার্সিটির মধ্যে দুটি কোর্স করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজের পছন্দমত বিষয় ঠিক করে একই সাথে দুই ধরনের ডিগ্রী প্রাপ্তি করতে পারবে।

১৯৬৮ সালে আধুনিক ভারতের রূপকার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতের জন্য শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছিলেন। ২০২০ সালে আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে নয়া শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়ন করার জয়যাত্রা শুরু হয়। এবছর থেকেই এই ইউনিভার্সিটিটির আওতাধীন বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন শাখা, বাণিজ্যিক বিভাগের শাখাগুলি, কৃষি বিভাগের শাখা, বিভিন্ন প্রকার ম্যানেজমেন্টের শাখা, সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং এর শাখা গুলি চালু হয়ে গেছে।

অবশিষ্ট বর্তমান সময়ের সাথে প্রয়োজনীয় শাখাগুলি ইতিমধ্যে চালু হয়ে যাবে। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উচ্চশিক্ষা এবং বাস্তবের সাথে সময়োপযোগী বিষয়গুলিতে শিক্ষা অর্জনের জন্য বহিরাজ্যে যেতে না হয় এবং নিজের রাজ্যে আরও উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তথা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।